বরদা ডাক্তার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশ্বিন, ১৩৩৬

কার্ত্তিক প্রেস
৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

'বরদা ডাক্তার' গল্পটী একটী জারমান গল্পের ছায়া লইয়া রচিত।

Jerome K. Jerome লিখিত 'Three Men in a Boat' নামক ২৫০ শত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তকের প্রথম দু' একখানি পৃষ্ঠা পড়িয়া 'মহাশক্তি রসায়ন' গল্পটী লিখিতে প্রবৃত্ত হই। গল্পটির অংশ-বিশেষে, উক্ত পুস্তকের ঐ দু'এক পৃষ্ঠার ভাব ও প্রভাব কিছু কিছু থাকিয়া গিয়াছে।

—গ্রন্থকার

বৰ্ত্তমান বর্ষে

সাহিত্য-সেবীগণের মতে

গল্প-উপন্যাস-কবিতার মধ্যে

যেগুলি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে,

তাহার মধ্যে এই কয়খানি পুস্তক সর্ব্বদাই বিক্রয়ার্থ এখানে রাখা হয়।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্প

স্ত্রী	১৷৹
জমা-খরচ	১৷৹

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম. এ.-র উপন্যাস

ঘূর্ণী	১৷৹

শ্রীকালিদাস রায়ের-কাব্যগ্রন্থ

ব্রজবেণু	৸৹	বাঁধাই	১৲
ঋতুমঙ্গল			৸৹
রস কদম্ব			৷৵৹

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

আমার

....

....কে

....

নিদর্শন স্বরূপ

উপহার দিলুম

শ্রী.......................................

গ্রন্থকারের লেখা সম্বন্ধে অসংখ্য মতামতের কয়েকটী—

বাঙলার কথা—অসমঞ্জ বাবুর প্রতিভা আছে। গল্প রচনায় তাঁহার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্মিলনী—এ শ্রেণীর গল্প শরৎবাবুর পর আর বড় কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

ভারতবর্ষ—কোনটাই তুচ্ছ করিবার মত নয়. সব গুলিই লেখকের লিপি কৌশলে উজ্জ্বল।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—প্রচ্ছন্ন হাস্যরস ও প্লটের নূতনত্ব উপভোগ করিবার জিনিস।

ভোটরঙ্গ—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্পই বাজারের সেরা গল্প; গল্পের আসরে তিনি champion.

বিচিত্রা—বাজারের হাজার হাজার গল্পের ভিতর তাঁর গল্পকে চিনে নেওয়া যায়।

বসুধারা—মনে হয় যেন কিসলয়ের উপর চম্পক কলির লেখনীতে পদ্মমধু দিয়া গল্পগুলি লেখা। যতবারই পড়া যায়, ততবারই নূতন নূতন সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্য ধরা পড়ে।

পুষ্পপাত্র—অসমঞ্জ বাবুর গল্প বলার ভঙ্গী সুন্দর। সরস, মধুর বর্ণনা ভঙ্গীর ভিতর দিয়া পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার শক্তি তাঁহার আছে।

ঋত্বিক—বাংলার আধুনিক যুগের গল্প সাহিত্যে শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের স্থান অনেকেরই ওপরে।

বঙ্গবাণী—সুরচিত ও রচনা ভঙ্গী সুভাষ সম্পন্ন।

আমার অগ্রজোপম—

পরম ভাগবত, বিদ্যোৎসাহী, দেব-চরিত্র

শ্রীযুত যতীন্দ্র কৃষ্ণ দেব

করকমলেষু—

সূচী

বরদা ডাক্তার



বরদা ডাক্তার

প্রথম

বদনগঞ্জের মদন ডাক্তারের নিকট দুই বৎসব এগার মাসকাল কম্পাউণ্ডারি শিখিয়া, হাট বাজার করিয়া, ফাই-ফরমাস্ খাটিয়া, বরদা মণ্ডল ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছিল এবং কয়বৎসর হইতে নিজ গ্রাম সাধুহাটিতে প্রকাণ্ড এক সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় সুরু করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এমনই তাহার ভাগ্য-দোষ যে কিছুতেই তাহার পশার জমিয়া উঠিল না, এবং এই কারণে তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না, উৎসাহ ছিল না। তাহার আলমারির মধ্যে বহুদিনকার

সঞ্চিত ঔষধগুলি ক্রমেই পচিয়া উঠিতেছিল এবং প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডের—'ডাক্তার বি, পি, মণ্ডল' লেখাটুকু বছরের পর বছর, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া ক্রমেই অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যার পর বরদা মাঠ হইতে ফিরিবার পথে তেলিপাড়ার কাছাকাছি আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং কি ভাবিয়া, পাড়া ঘুরিয়া বিপিন মণ্ডলের বাড়ী যাইবার পথ ধরিল।

বিপিন মণ্ডল অনেক দিন ধরিয়া ব্যায়রামে ভুগিতেছিল। আজ তাহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি অবস্থা, কখন কি হয়!

পথেই বরদার সহিত বিপিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচরণের সহিত দেখা হইল। বলাই বিশেষ কাতর হইয়া কহিল,—"কাকা, একবার গিয়ে নাড়ীটা দেখবেন? আর বুঝি রক্ষে হয় না, কাকা!"

বরদা মনে মনে কহিল,—"আজ শেষ সময়ে নাড়ী দেখবার জন্যে—কাকা!—নইলে, এই ছ'মাস ধরে ভুগ্‌চে, একটা দিনও আমায় ডেকে এক দাগ ওযুধ পর্য্যন্ত আমার খাওয়ান হয় নি! কতদিন ইচ্ছে ক'রে ঘুরে বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি, তবুও তাচ্ছিল্য ক'রে আমায় ডাকা হয় নি! রক্ষে ত হবেই না।" প্রকাশ্যে কহিল—"চল, একবার দেখে আসি।"

বরদা আসিয়া দেখিল, বিপিনের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, কহিল—"আর দেখে কি করবো, বাপু? দিন থাকতে যদি দেখাতে, তা হ'লে কি আর এ রকমটা হোত? এখন ত শেষ

অবস্থা !” তবুও বরদা একবার ডা’ন হাতে, একবার বাঁ-হাতে বিপিনের নাড়ী ধরিয়া দেখিল, চোখ টানিয়া তারা দেখিল, হাত পায়ের চেটো হাত দিয়া পরীক্ষা করিল, তারপর মুখখানা বিকৃত করিয়া চলিয়া আসিল।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চারি বৎসর বয়সের শিশুকন্যা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া কহিল,—“বাবা, আদ্ আল্ লান্না হবে না।”

বরদা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল,—“কেন মা ?”

—“মায়েল্ দে অথুক কলেচে !”

বরদা তাহাকে কোলে করিয়া শুইবার ঘরে আসিয়া দেখিল, স্ত্রী হৈমবতী বিছানায় শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল,—“কি হয়েছে গা ?”

হৈমবতী কহিল,—“হবে আবার কি ? যা’ হয় আমার ! সেই অম্বলের ব্যথা !”

বরদা কন্যাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া কহিল,—“ধরবে না ত কি ! নিজে একজন ডাক্তার রয়িচি বাড়িতে, তা— ওষুধ ত আর খাবে না। বলে—আমি দিলুম কত লোকের অম্বল সারিয়ে, আর আমার বাড়িতে কিনা—”

“তোমার ওষুধে ছাই হয়। খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া প’ড়ে গেল,—আর বোল্‌চো কি, যে খাই না ?”

“আমার ওষুধে কিছু হয় না ?”

"হয়ই না ত।"

"যা'ক,—তা' হ'লে আর খেয়ে কাজ নেই। লোকের আর দোষ দোব কি? ঘরের লোকেই যখন বল্‌চে, তখন বাইরের লোক ত—"

"কি মুস্কিল!—উবগার না হ'লেও বলতে হবে যে—"

"আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা। থাক্‌,—আমার ওষুধ আর খেয়ে দরকার নেই। আর কখনো বোলবোও না।—আমি কি আবাব একজন ডাক্তার, না, আমি জানি কিছু?" বলিতে বলিতে খড়ম পায়ে দিয়া বরদা শুধু শুধুই একবার খট্‌খট্‌ করিয়া উঠানের মধ্যে নামিয়া গেল। আবার পরক্ষণেই দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিয়া বলিল,—"হা রে ভগবান্‌!—এই সেদিন কুঞ্জ বোষ্টুমের ভাদ্রবৌটা অম্বলের ব্যাথায় মরে যাচ্ছিল, ওই গন্‌শাটার কাছ থেকে বুঝি কি ওষুধ এনে খাইয়েছিল,—তা তা'তে ছাই হ'ল। শেষে, ছুটে আসতে হ'ল এই শম্মার কাছে। এক দাগ ওষুধ আমার খেয়ে তবে বৌটা উঠে ব'সে কথা কইতে পারে!—ওরে অ পঞ্চা, অ দেসো! ছেলেগুলা সব গেল কোথা? ও মা বিন্দু, দে ত মা গোয়াল থেকে চারটি নারকোল পাতা এনে,—চায়ের জলটা ফুটিয়ে নি। ঘুরে ঘুরে দেহটা আক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে!"

হৈম উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"আমি ত আর মরিনি,—দিচ্চি চা ক'রে।"

হৈম উঠিয়া চা তৈয়ারি করিতে গেল।

পঞ্চু বাহির হইতে আসিয়া কহিল,—"বাবা, বিপিন মোড়ল আর টেঁকে না,—আজ রাত্তিরেই বোধ হয়—"

"আচ্ছা—আচ্ছা,—তোর আর ফাজলামি কত্তে হবে না, তুই যা। কোথায় ছিলি, পড়াশুনো নেই তোর?"

"না বাবা, কাল আমাদের ছুটী।"

"ছুটী ব'লে আর পড়্‌তে শুনতে হবে না? আর, রোজ-রোজই এত ছুটী কিসের হয়?"

"সেক্রেটারীর মায়ের কাল বাবা গাছ-প্রতিষ্ঠে—তাই।"

চা আনিয়া হৈম বরদার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গা, ও পাড়ার বিপিন ঠাকুরপোর অবস্থা বুঝি খুব খারাপ? শুনচি, আজ রাত্তির না কি টিঁকবে না!"

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া বরদা কহিল,—"বলি, টিঁকবে না যে তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি? গোড়া থেকে ত আর আমায় দিয়ে একটিবার দেখালে না! কেমন যে সব লোক, কিছুই বুঝতে পারি না। বরদা ডাক্তার যে কিসে সকলের চেয়ে কম——" মুখের কথা বরদার মুখে রহিয়া গেল, তাহার হাত হইতে চায়ের বাটি ঝন্ ঝন্ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল, চক্ষু কপালে উঠিয়া স্থির হইল, সর্ব্ব দেহ ফ্যাঁকাসে হইয়া গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার দেহ মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল।

হৈম স্বামীর প্রাণহীন শীতল দেহে হাত দিয়া দেখিয়াই একেবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দ্বিতীয়

যমরাজের পুরী-সংলগ্ন বিস্তৃত কার্য্যালয়। বৃহৎ দপ্তর সম্মুখে করিয়া চিত্রগুপ্ত তাঁহার দৈনিক হিসাব মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। যে প্রধান অনুচরটি সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কাকে আনা হ'ল?"

অনুচর উত্তর করিল,—"সাধুহাটির বিপিন মণ্ডল," বলিয়া বাহির হইতে বরদা ডাক্তারের হাত ধরিয়া আনিয়া সম্মুখে হাজির করিল।

চিত্রগুপ্ত চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"একি! এ করেচ কি? এ কা'কে এনে ফেলেছ?"

অনুচর কহিল,—"কেন, হুজুর? বিপিন মণ্ডল। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল।"

বরদা ডাক্তার অগ্রসর হইয়া জোড়হস্তে কহিল,—"না হুজুর, আমি বিপিন মণ্ডল নই,—কিছুতেই নই। বিশ্বাস না হয়, তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল দিন,—আমি বরদা মণ্ডল। সাইনবোর্ডে আমার বিপিন মণ্ডল লেখা নেই, হুজুর,—আছে বি, পি, মণ্ডল। আমি বরদা,—গাঁয়ের সকলেই সাক্ষী দেবে, হুজুর।"

তখন চিত্রগুপ্ত অনুচরকে বিশেষরূপে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। গোলযোগ শুনিয়া স্বয়ং যমরাজ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া বরদাকে তদ্দণ্ডেই তাহার স্ব-গৃহে রাখিয়া আসিতে অনুচরের প্রতি আদেশ করিলেন।

বরদা জোড়হাত করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, কহিল,—"হুজুর মিছিমিছি এই কষ্ট দিয়ে যখন এতদূর আনালেন, তখন একবার আপনার পুরীটা ভাল ক'রে বেড়িয়ে দেখে যাবার হুকুমটা দিয়ে দিন, হুজুর। কি কাণ্ডটাই আপনার লোকের ভুলে হয়ে গেল, সেটা একবার ভেবে দেখুন হুজুর। হৈম ওদিকে আছাড়-পিছাড় খেয়ে চীৎকার সুরু করেচে! ছেলে মেয়েগুলো সবই একধার থেকে কাঁদ্‌তে লেগেছে! অথচ হুজুর, সত্যিই ত আর আমি মরিনি।"

"আচ্ছা—আচ্ছা।" বলিয়া যমরাজ বরদাকে সমস্ত যমপুরী দেখাইয়া আনিবার জন্য অনুচরকে আদেশ করিলেন।

আদেশানুযায়ী অনুচর বরদাকে সঙ্গে করিয়া যমপুরীর সকল স্থান তন্ন-তন্ন করিয়া দেখাইয়া আনিয়া সর্ব্বশেষে একটি তালাবদ্ধ সুবিস্তীর্ণ হলঘরের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"এইটি প্রাণ-পুরী।" বলিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার সুবৃহৎ তালা খুলিয়া বরদাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বরদা দেখিল, প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে সারি সারি অগণ্য মোমবাতি জ্বলিতেছে। সব বাতি-

গুলিরই আকার এক, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত বাতিগুলির আলোকের তারতম্য আছে। কোনটি খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, কোনটির আলো হয় ত ততটা উজ্জ্বল নহে; কোনটি বা নিবু-নিবু হইয়াছে, কোনটি বা একেবারেই নিভিয়া গিয়াছে, কোনটি বা সবেমাত্র নিভিয়াছে, তাহার নির্ব্বাপিত সলিতা হইতে তখনো ধোঁয়া উঠিতেছে।

অনুচর কহিল,—"বিপিন, এই বাতিগুলো—"

বাধা দিয়া বরদা কহিল,—"কর কি স্যাঙ্গাত। আবার বিপিন? আমি যে বরদা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নামটা খালিই ভুল হয়ে যাচ্চে।—দেখ বরদা, এই যে বাতিগুলো দেখচো, এইগুলোই ভিন্ন ভিন্ন মানবের প্রাণ। মৃত্যু-সময় হ'লেই, যার যে বাতি—অর্থাৎ প্রাণ—নিভে যাবে।"

"আচ্ছা, আমার বাতিও তা'হলে আছে এখানে?"

"নিশ্চয়ই। তোমার বাতি দেখবে?" বলিয়া অনুচর একেবারে হলের প্রান্তদেশে যাইয়া উত্তরের কোণে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ওই, একেবারে ঠিক কোণের বাতিটা হচ্চে তোমার। দেখতে পাচ্চ না? ওই যে—ঠিক একেবারে কোণে জ্বলচে।"

সেইদিকে চাহিয়া বরদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা স্যাঙ্গাত, আমাদের ওখানকার আফিস-আদালতের হিসেব-রাখার মত এ সব কি 'য়্যাল্‌ফাবেটিক্যালি' সাজান?—আচ্ছা, ঐ একেবারে ঠিক কোণেরটাই ত আমার?"

"হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছ ত?"

"তা ত পেয়েছি স্যাঙাত, কিন্তু—"

"কিন্তু, কি?"

"বলচি যে অমন মিট্-মিট্ ক'রে জ্বলচে কেন? তেমন দপ্ দপ্ ক'রে ত জ্বলচে না!"

"না। নিভে আসচে আর কি! বড় জোর আর বছর চার-পাঁচ।"

বরদার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। যা একটু হাসি এতক্ষণে তাহার মুখে ফুটিয়াছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। অন্তঃস্থল হইতে অতি ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

অনুচর কহিল—"আর নয়—চল। বেশীক্ষণ এখানে থাকবার হুকুম নেই।"

প্রাণপুরী হইতে বাহির হইয়া, বরদা, যেখানে যমরাজ সিংহাসনের উপর বসিয়া, পার্শ্বে দণ্ডায়মান চিত্রগুপ্তের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

যমরাজ অনুচরকে কহিলেন,—"এইবার একে এর বাড়ীতে রেখে এস।"

বরদা তাহার যুক্তকর বুকে ঠেকাইয়া কহিল,—"না হুজুর, আর অধীনকে কষ্ট দেবেন না, হুজুর।"

যমরাজ বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কী বলচো তুমি?"

তেমনি জোড়করে কাতরকণ্ঠে বরদা কহিল,—"বছর চার-পাঁচ

পরেই ত আবার আসতে হবে হুজুর? এই ক'টা বছরের জন্তে আর ফিরে গিয়েই বা কি হ'বে? গেলেই ত হুজুর সেই দুঃখ-কষ্ট, নেই-নেই, হা-হা,—তার চেয়ে, কিছু আগে থাকতেই-না হয় থাকলুম, হুজুর। দয়া ক'রে আর পাঠাবেন না,—দোহাই ধর্ম্মরাজ!"

ধর্ম্মরাজ কহিলেন,—"না—না, 'তা' কি হ'বার যো আছে? তোমার কি খুবই কষ্ট বাড়ীতে?"

"কষ্টের কথা আর কি বোলবো আপনাকে! আপনি দেবতা,—কিছুই ত আপনার অগোচর নেই। খেতে পাই না হুজুর, ছেলেপুলে নিয়ে খেতে পাই না।"

"কি কর তুমি?"

"হুজুর, আমি ডাক্তার। এত ক'রে বিদ্যেটা শিখলুম, তা প্রয়োগ কত্তেই পাল্লুম না। কী যে লোকের দুর্ব্বুদ্ধি! দু'টাকা—চার টাকা—আট টাকা দিয়ে গো-বদ্দিদের ডাকবে, তবু হুজুর, একটা টাকা হ'লেই আমি যাই, তা আমাকে কিছুতেই ডাকবে না। অন্যলোকের কথা ছেড়ে দি, এই হে—, এই হুজুর নিজের ঘরেরই লোক যা'রা, তা'দেরই আমার ওপর বিন্দুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা নেই!"

"বুঝিছি, আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। আচ্ছা, তুমি যাও; তোমার দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকবে না। ঐ ডাক্তারিতেই তোমার যশ দেশ-জোড়া হ'য়ে যাবে, তা'র ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি।"

"দিন, হুজুর, দিন। গরীবের ওপর যখন আপনার দৃষ্টি পড়েচে, তখন আমার মঙ্গল হবেই।"

উন্মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া, ধর্ম্মরাজ বাহিরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া যেন কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাহার পর বরদার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"দেখ, ডাক্তার, যেখানেই যাবে, রুগীর ঘরে আমাকে দেখতে পাবে। যদি আমাকে রুগীর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ, তা'হলে জানবে যে তা'র মৃত্যু নেই। আর যদি তা'র পায়ের দিকে আমাকে দেখ, তা'হ'লে বুঝবে যে তা'র মৃত্যু একেবারে অবধারিত। এই দেখে কাজ কল্লেই তোমাকে আর কেউ হারাতে পার্ব্বে না,—সর্ব্বস্থলেই তোমার জয় সুনিশ্চিত। তা' হ'লেই তোমার সাংসারিক কোন কষ্টই আর থাকবে না।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অন্তঃপুরে যাইবার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"এইবার চল, তোমায় রেখে আসি" বলিয়া অনুচর বরদার হাত ধরিয়া যমপুরী হইতে বাহির হইয়া চলিল।

সাধুহাটি বরদার গৃহদ্বারে যখন তাহারা উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যোদয়ের বহু বিলম্ব ছিল। রাত্রির অন্ধকার তখনো চারিদিক ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। সমস্ত গ্রামখানি তখনো গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন।

বরদার হাত ছাড়িয়া দিয়া অনুচর কহিল,—"তা' হ'লে বিপিন, চল্লুম আমি।"

"আবার বিপিন? আমি বরদা।"

"ঠিক ঠিক,—ঐ ভুলটাই কেবলি হ'চ্ছে! আচ্ছা,— বরদা, চল্লুম তা' হ'লে।"

"এস, স্যাঙ্গাত" বলিয়া অনুচরের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই বরদা দেখিল যে স্যাঙ্গাৎ তাহার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয়

গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে বরদা ডাক্তারের 'হার্ট-ফেল্' হইয়া মৃত্যু হয় নাই,—হইয়াছিল সর্পাঘাতে এবং দংশনের দাগটি এখনো তাহার দক্ষিণ পায়ে হাঁটুর উপর সুস্পষ্ট বর্ত্তমান। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল—"একেই বলে,—'রাখে হরি ত মারে কে?'—নইলে লাস জ্বালিয়ে দিলেই ত সব ফুরিয়ে যেত। ভাগ্যে সে রাত্রে তখন ঝড়-জল এসে পড়লো আর চেষ্টা ক'রেও কোনখানে শুকনো কাঠের যোগাড় হ'ল না, তাই ত নদীর ধারে ফেলে আসা হয়েছিল, নইলে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার পর ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন চৈত্রমাসের অপরাহ্নে শুইবার ঘরের দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া বরদা চা-পানান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে তামাক খাইতেছিল। হৈম কাছে আসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ গা, দুপুর থেকে অম্বলের

ব্যাথায় সারা হয়ে যাচ্ছি, দাও না একটু ওষুধ তৈরী করে।”

নীরবে হুঁকায় গোটা দুই টান্ দিবার পর বরদা হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—“হ্যাঃ! আমার আবার ওষুধ, তা'তে আবাব উবগার হবে! খেয়ে খেয়ে শুধু পেটে চড়া পড়ান!”

“দেখ—জ্বালিও না। বুঝতে পারিনি ব'লে, কবে একবার বলেছিলুম, তা রোজ-বোজই সেই খোঁটা। উব্‌গার না পেলে লোকই বা এত ডাকবে কেন? হরির ইচ্ছায় এখন ত দিন দিনই—”

“হরির ইচ্ছেয় কি?—এই দেখবে,—ছ'মাসের মধ্যে কী কাণ্ড ক'রে ফেলি! এ তল্লাটের মধ্যে কোন ব্যাটাকে আর 'টঁ্যা-ফোঁ' করতে দোবো না!”

“তা—না দাও—নাই দেবে, এখন ওষুধ একটু আমাকে দাও। কেন না, ব্যথাটা যখন ধরে, একেবারে অস্থির ক'রে ফেলে। তা'ই নিয়ে রাঁধা-বাড়া, কাজ-কর্ম্ম, পারা যায় কি?”

“আর বেশীদিন পাত্তে হবে না, হৈম। রাঁধবার জন্যে একজন বামুন, গোটা দুই ঝি, আর আমার নিজের ফাই-ফরমাসের জন্যে একটা চাকর, এ আমি শিগগিরই ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি। কাজ-কর্ম্ম আর তোমায় কত্তে হবে না হৈম, তুমি খালি ব'সে থাকবে।”

হাসিতে হাসিতে হৈম কহিল,—“তা' হ'লেই খাসা হবে!

একে অম্বলের ব্যথায় ম'রে যাচ্ছি, তা'র ওপর, ব'সে থেকে থেকে বাতের ব্যথা যদি ধরে, তা' হ'লেই সুখের আর আমার সীমে-পরিসীমে থাকবে না।"

"তাই থাকবে না ঝি। হৈম; সত্যই সুখের আর সীমে থাকবে না।" বলিয়াই বরদা সহসা বিশেষরূপ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ভাবান্তর ঘটিল। কি-যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নিমেষে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ যমালয়ের 'প্রাণ-পুরীস্থ' তাহার নিজের জীবন-বাতির কথা বরদার স্মরণে আসিয়া পড়িয়াছিল। স্মরণ হইল, তাহার স্যাঙ্গাতের মুখে তাহার জীবনের ওয়াদার কথা—'বড় জোর আর বছর চার-পাঁচ।' মনে হইবামাত্রই তাহার সমস্ত সুখের কল্পনা, বিষাদের গভীর অতলে ডুবিয়া গেল, হাতের হুঁকা হাতেই রহিল। বরদা ভাবিতে লাগিল,—"পাঁচ বছর। পাঁচই বা বলি কেন? চারই ধ'রে রাখি। চারের ত দেখতে দেখতে ছ'মাস গেল কেটে। ক'টা দিনই আর ভোগ কত্তে পার? হা ভগবান!" একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তস্থল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িল। হৈম জিজ্ঞাসা করিল—"হঠাৎ কি হোল বল দেখি? কি ভাবচো?"

চমকিয়া উঠিয়া বরদা কহিল,—"অ্যাঁ!—ও কিছু নয়।"

"তবু?"

"না;—ভাবচি, যে বাড়ীখানাও ত পাকা ক'রে ফেলতে

হবে? ডিস্‌পেন্‌সারিটাও কি রকম প্ল্যানে হবে, একবার চাটুয্যে মশা'য়ের সঙ্গে আগে থাকতে পরামর্শটা ক'রে রাখতে হবে। তিনি কাল বাড়ী এসেছেন শুনলুম। কাজের ঝঞ্ঝাটে একবার গিয়ে দেখা ক'রে আসতেও পারিনি। যাই, একবার দেখাটা ক'রে আসি" বলিয়া বরদা হুঁকাটি দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, আলনা হইতে উড়ানিখানি ও ঘরের কোণ হইতে লাঠিগাছটি লইয়া বাহির হইয়া গেল। হৈমর ঔষধের কথা আর মনে হইল না এবং স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া হৈমও সে কথা আর উত্থাপন করিল না।

রমাপতি চট্টোপাধ্যায় সাধুহাটির একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। কলিকাতার বেলেঘাটায় তাঁদের তিনপুরুষের শাল কাঠের বৃহৎ কারবার। দেশে প্রকাণ্ড বাড়ী, বাগান, পুকুর,—কলিকাতাতেও বাড়ী, গাড়ী। সপরিবারে কলিকাতাতেই প্রায় বারমাস থাকেন। চাটুয্যে মশায় স্বয়ং মধ্যে মধ্যে—অর্থাৎ প্রতিমাসেই একবার করিয়া সাধুহাটিতে আসিয়া থাকেন ও দু'একদিন থাকিয়া বাড়ী-ঘর, বাগান-বাগিচা, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদির তদারক করিয়া যান।

এবার তাঁহার সঙ্গে এক গৈরিক-ধারী সন্ন্যাসী-বাবা আসিয়াছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর চিরকালই চাটুয্যে মশায়ের অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফরমে ইঁহার দর্শন পাইয়াই তিনি ইঁহাকে আটক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সঙ্গে করিয়া সাধুহাটিতে আনিয়াছেন। সন্ন্যাসী-বাবা বলিয়াছেন—

তাঁহার বয়স আড়াইশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বেশীদিন আর তিনি বাঁচিবেন না। বড় জোর আর দেড় শত বৎসর তিনি জগতে থাকিবেন, যেহেতু চারি শত বৎসরই তাঁহার আয়ুষ্কাল। ভারতবর্ষের কাজ তাঁহার একরূপ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কেবল একটিমাত্র কাজ বাকী। চট্টগ্রামের অন্দরকিল্লার সমীপবর্ত্তী গভীর এক বনমধ্যে একটি কালী-মন্দির নির্ম্মাণ করার জন্য প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন। এই বন-কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিলেই তাঁহার ভারতের কাজ শেষ হয় এবং সেই উদ্দেশ্যেই অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন। দৈবাদেশ-প্রাপ্ত এই কাজটি শেষ করিতে পারিলেই তিনি আর ভারতবর্ষে থাকিবেন না। ভারত ত্যাগ করিয়া কিছু দিন 'হন্‌লুলু' এবং তাহার পর 'যুগো-শ্লাভিয়া'তে থাকিয়া ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য প্রচারকার্য্যে বাকী জীবন কাটাইয়া দিবেন।

মুগ্ধ চাটুয্যে মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার বন-কালীর মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

চাটুয্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বরদা যখন বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল তখন সন্ন্যাসী-বাবা দ্বিপ্রাহরিক গুরু আহারের পর, তক্তপোষে পাটির উপর চিৎ হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষমধ্য হইতে গুরু-গম্ভীর নাদ উত্থিত হইয়া নাসিকা-রন্ধ্রপথে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে ঘন-ঘন বাহির হইতেছিল। কিছু দূরে সতরঞ্চির উপর বসিয়া,

চাটুয্যে মহাশয় গোমস্তা সিধু পালের নিকট হইতে এ বৎসরের বাড়ি-ধান্যের হিসাব বুঝিয়া লইতেছিলেন।

বরদা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চাটুয্যে মহাশয়কে জোড় হস্তে নুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই,—[illegible]ম হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন,—"ভাল আছ ত মোড়লের পো ?"

চাটুয্যে মশায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বরদা একদৃষ্টে নিদ্রিত সন্ন্যাসী-বাবার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে ?"

চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন,—"ওঁর কথা আর কি বলবো,—উনি নরাকারে দেবতা—একজন মহাপুরুষ। চার শ' বছর ওঁর পরমায়ু। আড়াই শ' বছর কেটে গেছে, এখনো দেড় শ' বছর উঁনি ধরায় থাকবেন। চট্টগ্রা—"

"কিন্তু আজই যে ওঁর লীলা শেষ দেখছি !"

হো হো করিয়া চাটুয্যে মহাশয় হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"কি বোলচো হে মোড়লের পো ? তোমার কি মাথা খারাপ হোয়ে গেল না কি ? শুনতে পাই, তোমার খুব হাত-যশ হ'য়েচে, কিন্তু—"

বরদা কোন কথা না বলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত সন্ন্যাসী-বাবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আসিয়া কহিল,—"যাই বলুন আপনি, আজই এঁর ইহলীলার শেষ। একটু আগে এসে পড়লেও, হয় ত ওষুধ-পত্তর দিয়ে বাঁচাতে পাত্তুম,—কিন্তু আর হয় না,—এঁকে আজ যেতেই হবে।"

সন্ধ্যার পর ডিস্‌পেন্‌সারি-ঘরের বারান্দায় বসিয়া যখন বরদা জন-কয়েক প্রতিবাসীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল, তখন সংবাদ আসিল যে সন্ন্যাসী-বাবা হঠাৎ দুইবার দাস্ত ও একবার বমি করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। বরদা কহিল,—"বরদা ডাক্তার যা'কে দেখে বলবে—মরবে, সে মরবে, আর যা'কে বলবে বাঁচবে, সে বাঁচবে। আরে, ডাক্তারি ত সকলেই শেখে আর করে, কিন্তু এর ভিতর অনেক বায়নাক্কা আছে রে ভাই,—অনেক বায়নাক্কা আছে। আসল বিদ্যা ক'টা লোকের ভেতর আছে?"

এমন সময় স্বয়ং চাটুয্যে মশাই তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই কহিলেন,—"বরদা, সার্থক বিদ্যে তোমার! এ রকম কলিতে বড় একটা দেখা যায় না! ভেতরে ভেতরে যে তোমার এতখানি ক্ষমতা ছিল তা এর আগে কৈ একদিনও ত জানতে পারিনি। যা' হো'ক, তোমার আর সাধুহাটিতে প'ড়ে থাকলে চলবে না, কোলকাতায় যেতে হবে। বরদা, দু'হাত দিয়ে তোমার উপায় হবে। এ কি সাধারণ ক্ষমতা! ছ'মাসে তুমি লাল হ'য়ে যাবে, বরদা। এত পয়সা উপায় কর্ব্বে, যে রাখবার আর তোমার জায়গা হবে না।"

চতুর্থ

আজ দুই বৎসর হইল বরদা সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এই দুই বৎসর বাস্তবিকই বরদা দুই হাত দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছে। চাটুয্যে মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, এত পয়সা উপায় হইবে যে রাখিবার আর জায়গা হইবে না,— তা হইতেছেও তাহাই। তাহার সাধুহাটির সেই জীর্ণ পর্ণকুটীরের জায়গায় এখন সুবৃহৎ পাকা ইমারত, বাগান, পুকুর, জমিজমা। কলিকাতাতেও বরদা বাটি কিনিয়াছে— গাড়ী করিয়াছে। তাহার বাটীর প্রবেশ দ্বারে সুদৃশ্য প্রস্তর-ফলকে লেখা ছিল 'ডাক্তার বি, পি, মণ্ডল—ডেথ্-স্পেশালিষ্ট'।

সন্ধ্যার পর বরদা মোটরে করিয়া বেড়াইয়া আসিয়া উপরে যাইয়া হৈমকে কহিল,—"লাখ টাকা দিতে হবে হাসপাতালের জন্যে, তবে সাধুহাটিতে হাসপাতাল হবে,— আজ খবর দিয়েচে। এখানকার বাড়ী বিক্রী ক'রে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নগদ একলাখ ত হবে না। তাই ভাবচি কি কর্ব্ব।"

হৈম কহিল,—"সব বেচে কিনে দিয়ে আবার সন্ন্যেসী সাজ। কী যে বুদ্ধি তোমার! হাসপাতাল টাসপাতাল করবার মতলব ছেড়ে দাও। ওই ত শরীর! ভগবান না করুন, একটা স্বাস্থ্য মন্দ হ'লে তখন ছেলেপিলেগুলোর কি দুর্দ্দশা হবে বল দেখি? আমরা দু'জন আব ক'দিন বল—আমাদের ত সময় হ'য়ে এসেচে। ছেলেগুলোর ত একটা হিল্লে—"

বিশেষ বিরক্তির স্বরে বরদা কহিল—"সময় হ'য়ে এসেছে—সময় হ'য়ে এসেছে, আব. বোল না হৈম। তোমার মুখে খালি ঐ কথাটাই শুনি। কেন, সময় হবে কেন? কিসে তুমি বুঝলে যে মাঝে মাঝে এই কথাটাই তুমি ---

হঠাৎ বরদার এই অপ্রত্যাশিত বিরক্তিতে চমকিত হইয়া বিস্ময়ের স্বরে হৈম কহিল,—"ওগো, একি! আমি কি সত্যিই বলি—একটা কথার কথা বল্‌লুম তা—"

"না-আ-আ,—কথার কথা তুমি ও-রকম বোলো না। যাক, হাসপাতাল আমি কর্ব্বই। আমার অনেক দিনের সাধ, এ না ক'রে আমি ছাড়বো না। এতে আমায় সন্ন্যেসী সাজতে হয় সেও ভাল। তবে ঐ একটা সর্ত্ত থাকবে আমার, যে, পাশকরা নাম-করা ডাক্তার কেউ যেন না আমার হাসপাতালে চাকরী পায়। ওই পাশ-করা নাম-করাদের জ্বালায় যারা কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে না, তাদেরই উপর থাকবে আমার হাসপাতালের ভার।"

হৈম আর কোন কথা কহিবে না মনে করিয়াছিল, কিন্তু

থাকিতেও পারিল না,—কহিল,—"তা' হ'লেই হাসপাতাল তোমার একেবারে গড় গড় ক'রে চলবে!"

"না চলে, না চলবে। আমার টাকা, আমার হাসপাতাল, আমি যা ভাল বুঝবো তাই কর্ব্বো, আর ত 'হরে-নরে-পঞ্চা'র কথা মত কাজ কর্ব্ব না! এই বরদা মোড়ল অনেক ভুগেছে! ঐ সব পাজি, নচ্ছার—"

এমন সময় মতি চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, নন্দীপুরের রাজবাড়ীর লোক এসেছেন, নীচে রুগী দেখবার ঘরে ব'সে অপেক্ষা কচ্ছেন।

কাপড় আর ছাড়া হইল না। বরদা তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দেখিল, স্বয়ং ম্যানেজার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার বিষাদ-মলিন মুখে ব্যগ্রতার চিহ্ন দেখিয়া বরদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কি—"

"আপনিই কি ডাক্তার মণ্ডল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন, আপনার—"

"আপনাকে এখনই একবার যেতে হবে। নন্দীপুরের রাজা কোলকেতায় এসে আছেন। কুমার বাহাদুরের বড় শক্ত অবস্থা। দয়া ক'রে এখনই—"

"কে দেখছিলেন?"

"দেখার আর কারো বাকী নেই। কবিরাজী থেকে আরম্ভ ক'রে, আপনার গিয়ে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, ইউনিপ্যাথি, হাকিমি, সব রকমই হ'য়ে গেছে। শেষে একজন আরমেন ডাক্তার

দেখ্‌ছিলেন। তিনি আজ 'হোপলেস্' ব'লে চ'লে গেলেন। দয়া ক'রে একবার চলুন—আমার মোটর তৈরী। গাড়ীতে ব'সে ব'সে সব আপনাকে বলবো।"

মোটরে বসিয়া ম্যানেজার বাবু বরদাকে কুমারের অসুখের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জানাইয়া শেষে কহিলেন,—"রাজার ঐ একটি-মাত্রই ছেলে। সুতরাং কুমার যদি না রক্ষা পায়, তা হ'লে রাজা-রাণীরও বেঁচে থাকা দুষ্কর হ'য়ে উঠবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে আর বাঁচবার কিছুই নেই। তবে যদি—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজবাড়ী পৌঁছাইয়া কুমারের ঘরে ঢুকিতেই বরদা দেখিল যে কুমারের তখন ঊর্দ্ধ-নেত্র, শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে এবং যমরাজ তাহার পায়ের দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বরদা কুমারের নাড়ীটি একবার হাতে লইয়া বলিল,—"এখন আর বৃথা চেষ্টা—কোন উপায়ই এখন আর নেই। দু' এক দিন আগে হ'লে কি কত্তে পাত্তুম বল্‌তে পারি না—তবে এখন একেবারেই—"

বরদাকে কথা শেষ করিতে দিল না। রাণী একেবারে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল—"বাবা, তুমি মরাকে বাঁচাতে পার। শুনিচি—তুমি এরকম বাঁচিয়েচ। বাঁচিয়ে দাও, বাবা—নইলে—"

একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বরদা কহিল,—"কিন্তু পরমায়ু না থাকলে কি মা—"

"ও সব কিছু শুনতে চাই না, বাবা। বল—ছেলে আমার বাঁচবে। তুমি মুখের কথা বল একবার—তা' হ'লে ঠিকই ও বাঁচবে। তোমার কথা সব যে আমরা শুনিচি, বাবা।"

বরদা যে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। রাণীর অসহ্য কাতরতা দেখিয়া বরদার মুখে আর কথা সরিল না।

তেমনি আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে খাইতে রাণী আকুল ক্রন্দনে কহিল,—"ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও বাবা,—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমায় দেবো; দিয়ে—আমরা ভিকিরী সেজে চ'লে যাব। ধন-দৌলত বিষয়-আশয় কিছু চাই না বাবা,—শুধু ছেলেকে আমার বাঁচিয়ে দাও।"

বরদা দেখিল, যম ঠিক তেমনি একভাবেই স্থির নিশ্চল হইয়া কুমারের পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া আছেন।

বরদা রাণীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"মা, কোন আশা থাকলে, নিশ্চয়ই আমি আশা দিতুম। তবে দেখি একটু চেষ্টা ক'রে,—কিন্তু খানিক ক্ষণের জন্যে আপনারা কেউ এ ঘরে থাকতে পাবেন না।" বলিয়া পকেট হইতে ঔষধের পকেট-কেস্‌টি বাহির করিল।

সকলে গৃহের বাহিরে যাইলে বরদা হাত জোড় করিয়া যমরাজকে কহিল,—"অনেক দয়া করেচেন—এবারেও একটু দয়া কত্তে হয়েছে, হুজুর।"

যমরাজ কহিলেন,—"তুমি যা মনে ক'রে বলচো বরদা, তা কিছুতেই হবার যো নেই—হ'তে পারে না!"

সেইখানে ধর্ম্মরাজের পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বরদা কহিল,—"আপনি মনে করলে সবই হ'তে পারে, হুজুর। আর আপনাকে কোন অনুরোধ কোরব না—এই আমার শেষ ভিক্ষে, এ দিতেই হবে।"

"তা হয় না বরদা।"

"হয় ধর্ম্মরাজ ; আপনি ইচ্ছে করলে সবই হয়। সান্দীপুনি মুনির ছেলেকে, বহুকাল পরে যখন শ্রীকৃষ্ণ এসে আপনার কাছ থেকে চাইলেন, তখন ত তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে দিলেন, মনে ক'রে দেখুন হুজুর। তারপর, মার্কণ্ডেয়র কথা ভেবে দেখুন, সত্যবানের কথা ভাবুন। আপনার ইচ্ছেয় কি না হয়? একবার দয়া ক'রে কুমারের শিওরের দিকে গিয়ে দাঁড়ান, হুজুর। আমি আশ্রিত, আশ্রিতের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন।"

বৈবস্বত কিন্তু কিছুতেই নড়িলেন না। বরদার এত কাকুতি-মিনতি সকলই বৃথা হইল।

কাল কহিলেন,—"বৃথা অনুরোধ। বরদা, বাড়ী যাও।"

"দয়া ক'রে মাথার দিকে দাঁড়াবেন না, দয়াময়?"

"উপায় নেই, বরদা।"

তখন বরদা মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া, উঠিয়া মালকোঁচা বাঁধিল এবং কুমারের শয্যা দুই হাতে ধরিয়া সড়্ সড়্ করিয়া টানিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া, কুমারের মস্তক একেবারে যমরাজের পায়ের তলাতে আনিয়া ফেলিল।

ধর্ম্মরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—"এ কি করলে বরদা ?"

জোড় হাতে বরদা কহিল,—"এ ছাড়া আর যে কোন উপায় পেলুম না, হুজুর।"

রোষ-কষায়িত নেত্রে বরদার দিকে চাহিয়া কাল কহিলেন,—"এবার থেকে রুগীর ঘরে আর তুমি আমায় দেখতে পাবে না।"

অপরাধীর মত অবনত মস্তকে বরদা দাঁড়াইয়াছিল। মাথা তুলিয়া দেখিল—যমরাজ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন এবং কুমার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। মণিবন্ধে হাত দিয়া বরদা দেখিল—কুমারের নাড়ীর গতি ফিরিয়া আসিয়াছে।

পঞ্চম

নন্দীপুরের রাজার ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। বরদা প্রচুর অর্থ পুরস্কার পাইল। তাহার হাসপাতালের জন্য একলক্ষ টাকার আর অভাব হইল না। হাসপাতালের জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া বরদা মনে ভাবিল,—আর বৎসর দুই আড়াই ত তাহার জীবনের মিয়াদ। এইবার মাস কতকের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সাধুহাটিতে গিয়া বাস করাই ভাল।

মনের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বরদা বিলম্বও করিল না।

অগ্রহায়ণের এক শুভদিনে বরদা একাকী, একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল।

প্রায় দুইমাস [illegible] ধরিয়া নানা তীর্থ ঘুরিয়া, মোগলসরাই ষ্টেসনের 'ওয়েটি[illegible] বরদা একখানি ইজি-চেয়ারে বসিয়া কলিকাতার গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিল। ভৃত্য জগন্নাথ চায়ের জন্য 'ষ্টোভ্' জ্বালাইতেছিল। বরদা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"জগ, আসছে বছরে আমি উইল কর্ব্ব। তোর মাসোহারার একটা ব্যবস্থা উইলে আমি ক'রে যাব।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার গাড়ী আসিতে তখনো ঘণ্টা দুই বিলম্ব ছিল। জগন্নাথ চা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর হাতে দিল। বরদা চায়ের বাটিটা হাতে লইয়া সহসা যেন একবার চমকাইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বেকার একদিন এমনি সন্ধ্যার মত তাহার হাত হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া চায়ের বাটি খসিয়া পড়িল। সেদিনকার মতই চক্ষু তাহার কপালে উঠিয়া স্থির হইল এবং সমস্ত দেহ তুষার-শীতল ও কঠিন হইয়া ইজি-চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। সেদিন স্ত্রী হৈম গায়ে হাত দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আজ এই বিদেশে, প্রবাসের সাথী ভৃত্য জগন্নাথ আঁৎকাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া ষ্টেশনের বাবুদের খবর দিল।

হিন্দুস্থানীর দেশে বাঙ্গালীর শব, বিশেষতঃ রেল ষ্টেশনের 'ওয়েটিং রুমের' মধ্যে। সুতরাং সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর

তাহার সদ্গতি হইল না। পূর্ব্বজন্মের বন্ধু—ভৃত্য জগন্নাথ প্রভুর মৃত দেহ সম্মুখে করিয়া সারা রাত বসিয়া কাটাইল।

* * * *

"স্যাঙ্গাত ?"

"কি স্যাঙ্গাত।"

"বলি, দু'বছর ত এখনো আমার সময় রয়েচে। তুমিই ত স্যাঙ্গাত বলেছিলে যে—"

যমালয়ের পথে আসিতে আসিতে বরদা ও অনুচরের কথা হইতেছিল। বরদা অনুচরের মুখের দিকে উৎকণ্ঠাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিল,—"তুমিই ত স্যাঙ্গাত বলেছিলে যে, 'এখনো বছর চার পাঁচ।'

অনুচর কহিল,—"আমি একটা মোটামুটি আন্দাজ মত বলেছিলুম বৈ ত নয়। নিখুঁৎ হিসেব গুপ্ত মশায়ের খাতায়।"

"না—আমার ওপর রাগ ক'রে ধর্ম্মরাজ সময় কমিয়ে দিলেন ?"

"তা কি হবার যো আছে, স্যাঙ্গাত ? আয়ু থাকতে কি কমিয়ে দেবার সাধ্য আছে মহারাজের ? ধর্ম্মরাজের বিচার—বড় সূক্ষ্ম বিচার জানবে !"

"তবে ভুলও ত হ'তে পারে সেবারের মত।"

"বার বার কি আর ভুল হয়, ভাই ? সে হঠাৎ একবার হ'য়ে গিয়েছিল, আর সে ভুল ত আমার, ভাই।"

বরদা অনুচরের মত দ্রুত চলিতে পারিতেছিল না। তাহার

হাত ধরিয়া কহিল,—"একটু আস্তে চল, স্যাঙ্গাত। আচ্ছা, ঠিক কিনা—একবার সন্দেহটা ভঞ্জন ক'রে নোয়া যাক্, চল না। দেখাই যাক [illegible] কন—বাতি জ্বলচে কি নিভেছে।"

"তা হ'লেই [illegible] তোমার সন্দেহ যায়, তাই হবে'খন স্যাঙ্গাত।"

তখন উভয়ে দ্রুত চলিতে লাগিল। যথা সময়ে প্রাণপুরীর সম্মুখে আসিয়া দেখিল, প্রাণপুরী তখন খোলাই রহিয়াছে, গুপ্ত মহাশয় কিছু তদাবকের জন্য আসিয়াছেন। অনুচর বরদাকে লইয়া হলের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"ঐ দেখ, স্যাঙ্গাত; এ কি আর ভুল হবার যো আছে? ঐ দেখ তোমার বাতি নিভে গিয়েছে —এখনো পলতে থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে দেখ্‌তে পাচ্ছ ত?"

"তা ত পাচ্ছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু—" বলিয়াই বরদা কোণের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল এবং নিমেষের মধ্যে নিজের নির্ব্বাপিত বাতিটাকে তুলিয়া লইয়া পার্শ্বের একটি জ্বলন্ত বাতি হইতে জ্বালাইয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কহিল,—"কিন্তু এই যে জ্বলচে, স্যাঙ্গাত!"

হা হা করিয়া অনুচর ছুটীয়া আসিয়া কহিল,—"এ করলে কি, বরদা?"

দুই পা পিছাইয়া আসিয়া অনুচরের গলা ধরিয়া বরদা কহিল,

—"কিছু নয়, স্যাঙ্গাত, কিছু নয়। বলি, এত মাখামাখি ভাব—এ সব ছোট ব্যাপারে কি নজর দিতে আছে স্যাঙ্গাত? এখন চল,—আবার একবার কষ্ট কর। চা'টা খেয়ে আসতেও সময় দাও নি, স্যাঙ্গাত। দুজনে গিয়ে জুত্ করে চা'টা খাওয়া যাবে এখন।"

* * * *

তখনো রাত্রি শেষ হইবার অনেক বিলম্ব ছিল। বিদেশে অপরিচিত ষ্টেশনের 'ওয়েটিং রুমের' মধ্যে প্রভুর মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া তখনো জগন্নাথ নীরবে বসিয়া রহিয়াছিল। তাহার সারা-রাতের অনিদ্রার চক্ষু দুইটি ক্লান্তিতে বুজিয়া আসিতেছিল।

হঠাৎ বরদার প্রাণহীন দেহ নাড়িয়া উঠিল! বিস্ময়ে জগন্নাথ চাহিয়া দেখিতেই বরদা উঠিয়া বসিয়া কহিল—"জগ, টপ্ ক'রে ষ্টোভ জ্বালিয়ে একটু চা তৈরী ক'রে ফেল্ বাবা! দু'কাপের জল নিস্।" জগন্নাথের ভীত চকিত মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল—"আমি মরিনি রে, কোন ভয় নেই।" বলিয়া বরদা মুক্ত দুয়ারের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"স্যাঙ্গাত!"

বিচিত্রা—
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

দাদা ও ভাই

১

"জীবনের সাথী মোর—পথের মাঝে,
ছাড়িয়া গিয়াছে হায়—আঁধার সাঁঝে।
দেহ আছে—প্রাণ নাই—শূন্য ধরা।
কোথা তুমি—কোথা তুমি—চিত্ত-হরা।"—

হাওড়া-কোর্টের উকীল, শিবপুরের গিরীশচন্দ্র—কোর্টের ফেরত কলিকাতায় গিয়াছিল।

তথা হইতে সন্ধ্যার সময় শিবপুরে নিজের বাটীতে ফিরিয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আসার পর, জলখাবারের থালা সাজাইয়া কেহ তাহাকে ডাকিতে আসিল না,—আসিবার তেমন কেহ ছিল না, যেহেতু গিরীশ বিপত্নীক। ছয় মাস হইল তাহার পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে বাটিতে ছিলেন এক বৃদ্ধা পিসী-মা,—থাকা না থাকা সমান।

পরলোকগতা পত্নীর যে নূতন বড় ছবিখানা গিরীশ সম্প্রতি বাঁধাইয়া আনাইয়া বৈঠকখানায় তাহার বসিবার চেয়ারের সম্মুখে সিল্কের কর্ড দিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারই দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গিরীশ কাগজ-কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

ছবিখানির নীচে যে চারি ছত্র কবিতা বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল, ছোট ছোট অক্ষরে সেই চারি ছত্রই তাহার সেই চিঠির কাগজের শীর্ষদেশে মুদ্রিত ছিল। তাহা এই :—

জীবনের সাথী মোর পথের মাঝে,
ছাড়িয়া গিগাছে হায় আঁধার সাঁজে।
দেহ আছে প্রাণ নাই—শূন্য ধরা,
কোথা তুমি—কোথা তুমি—চিত্ত-হরা!

এই মুদ্রিত চিঠির কাগজ আনিতেই, কোর্টের ফেরত গিরীশকে কলিকাতায় 'পত্নী-শোকাতুর' প্রেসে যাইতে হইয়াছিল। মজঃফরপুর হইতে তাহার এক বন্ধু আজ কয়দিন হইল একখানি পত্র দিয়াছে। এই মুদ্রিত চিঠির কাগজ তাহার ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, কয় দিন যাবৎ বন্ধুর পত্রের উত্তর দিতে পারে নাই।

চিঠিখানি শেষ করিয়া গিরীশ উঠিয়া ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেই ও-পাড়ার কিরণ মিত্র আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল,—"গিরীশ-দা', তুমি একটা

পরামর্শ দাও। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা বলছে। কেউ বলছে—কর, কেউ বলছে—কোরোনা। ওদের রং-বেরংএর ও-সব কথা ছেড়ে দি দাদা, তুমি একটা সৎ-যুক্তি দাও দেখি। করব, না করব না ?”

কিরণ মিত্রও সম্প্রতি গিরীশের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিপত্নীক হইয়াছে; প্রভেদের মধ্যে এই যে, গিরীশ অপুত্রক—কিরণ সপুত্রক; গিরীশের মাথার উপর তাহার বৃদ্ধা পিসি-মাতা ছিলেন, কিরণের আর কেহই ছিল না। আর,—পত্নীহারা হইয়া গিরীশ জগতে যেন সর্ব্বস্ব হারা হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যেন তাহার নিকট শূন্য, আর কিরণ কেবল স্ত্রীকেই হারাইয়াছে, জগৎ তাহার নিকট জগতই আছে।

কিরণ কহিল,—“দাও গিরীশদা’—তুমিই একটা সৎপরামর্শ দাও।”

গিরীশ খানিক নিস্তব্ধ থাকিবার পর বলিল,—“দেখ, কিরণ, করতে চাও কর বিয়ে, কিন্তু,——

কিরণ বাধা দিয়া বলিল,—“না গিরীশদা,’ ও কিন্তু-টিন্তু নয়। তুমি একেবারে তোমার মনের ঠিক কথাটি বল। তুমি যা বলবে, তাই আমি করব।”

গিরীশ কহিল—“তা’ যদি বল,—তা হ’লে আর বিয়ের কথাই মুখে এনো না।”

“আন্‌বো না ?”

"না, একেবারেই না। হৃদয় ব'লে একটা যে স্থান বুকের ভেতর ভগবান দিয়েছেন, তাতে একবার এক জনকে বসান হ'য়েছে। বেঁচে থাকতেও সে যেমন সেই হৃদয় জুড়ে থাকে, ম'রে গেলেও তেমনি জুড়ে থাকে। তাকে 'সেখান' থেকে ঠেলে দিয়ে আবার নতুন ক'রে আর এক জনকে সেখানে বসান—এ যে কি ক'রে হ'তে পারে, তা আমি ভাবতেই পারি না কিরণ! বলি, ভগবান পশু ক'রে ত আর আমাদের গড়েন নি, মানুষ ক'রেই গড়েছেন। সুতরাং—বুঝলে কি না?"

কিরণ একদৃষ্টে গিরীশের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল, —"যা বললে, ঠিকই গিরীশদা',—তবে—"

"এর মধ্যে আর তবে-টবে কিছু নেই রে ভাই। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। ভগবান্ যখন একজনকে টেনেই নিলেন, তখন মানুষ আবাব বাহাদুরী ক'রে সেই জাযগায় আর এক জনকে টেনে আনে কোন্ সাহসে? তা' হয় না—হয় না। যার সত্যিকারের হৃদয় আছে, সে তা কিছুতেই পারে না। আবার বিয়ে করবার জন্যে যে তোমায় পরামর্শ দেয় দিক্, আমি তা কিছুতেই দিতে পারি না। তা' হ'লে মেয়েরাই বা কি দোষ করলে? তারাও বিধবা হ'য়ে আবার তো বিয়ে করতে পারে। তুমি পুরুষ ব'লে তা যদি পার ত তা'রাই বা পারবে না কেন? 'দেবতার বেলা লীলে খেলা—আর পাপ লিখেছে মানুষের বেলা?' প্রথম স্ত্রী ম'রে গেলে কেমন ক'রে যে লোকে আবার বিয়ে করবার কথাও মনে

আনতে পারে, এ ভেবে ত আমি চম্‌কেই যাই, কিরণ !"

আড়ষ্ট হইয়া কিরণ গিরীশের কথা গুলি শুনিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"না,—তোমার পরামর্শই শুনবো গিরীশ-দা, ও নামই আর করব না।" বলিয়া কিরণ ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

পিসিমাতা প্রসন্নময়ী ভিতরের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"কখন্ এসেছিস্, বাবা ? একবার বাড়ীর ভেতর যেতে নেই রে ? কিছু একটু মুখে দিলি না—অমনি অমনি রইলি ? মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে, বাবা ! চা খাবি ? ঠাকুরকে দিয়ে দেবো পাঠিয়ে ?"

গিরীশ খবরের কাগজের পাট খুলিতে খুলিতে কহিল,—"চা ?—হয়ে থাকে—দাও পাঠিয়ে।"

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—"হয়েছে বৈ কি বাবা, শিরীষ ত খাচ্ছে দেখলুম।"

শিরিষ গিরীশের কনিষ্ঠ।

মিনিট পাঁচেক পরে ঠাকুরের পরিবর্ত্তে প্রসন্নময়ী নিজেই চায়ের বাটি হাতে করিয়া আনিয়া গিরীশের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, বাবা, গিরীশ, তোকে ত আর বুঝিয়ে পাল্লুম না ! কি যে তোর গোঁ ! তা' যাক গে বাছা, তুই সন্ন্যেসী হোয়েই থাক,—তোকে আর বোলবো না। তা—

শিরীষটাও কি অম্‌নি অম্‌নি থাকবে? ওর ত পাশের পড়া সব শেষ হ'ল। এবার ওর জন্যে একটি মেয়ে-টেয়ে দেখ্‌!"

"খুঁজছি ত পিসি। তিন চার যায়গা মেয়ে দেখেও ত এলুম। পছন্দ না হ'লে—"

"আচ্ছা, সেই নেবুবাগানের মেয়েটি না কি খুব সুন্দর,—সেটিকে না হয় এক দিন গিয়ে দেখে আয় না, বাবা। মেয়েটি সুন্দর হ'লেই হ'ল,—আমার ত আর টাকার খাঁই নেই।"

"আচ্ছা, পিসী, এই আসছে রবিবার নেবুবাগানের সেই মেয়েটিকে দেখে আসবো।"

"তাই আসিস্‌ বাবা"—বলিয়া প্রসন্নময়ী খালি চায়ের পেয়ালাটি লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

খবরের কাগজখানি হাতে লইয়া, আলোটি বাড়াইয়া দিয়া, গিরীশ সম্মুখস্থ স্ত্রীর ছবিখানির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। উজ্জ্বল আলোকে ছবির নীচেকার সাদা জমীর উপর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের সেই চারি ছত্র লেখা ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল—

"জীবনের সাথী মোর পথের মাঝে,
ছাড়িয়া গিয়াছে হায় আঁধার সাঁঝে।
দেহ আছে—প্রাণ নাই—শূন্য ধরা।
কোথা তুমি—কোথা তুমি—চিত্ত-হরা।"

২

।-বিবাহ

পরের রবিবার গিরীশ নেবুবাগানের সেই মেয়েটিকে দেখিতে আসিয়া, ঠিকানার-কাগজ লিখিত নম্বরটি বারবার মিলাইয়া, যে ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীখানির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা আদিকালে, যখন সেখানে সত্যই হয় ত কোনো লেবুর বাগানের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল, তখনকার সৃষ্টি। লেবুর সেই লুপ্ত বাগানের পথানুসরণ করিবার জন্যই যেন আজ সেই পূর্ব্ব যুগের জীর্ণ গৃহখানি ধরাবক্ষে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল।

অপরাহ্ন সময়ে বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া গিরীশ যখন তন্মধ্যে মনুষ্য-সমাগম আছে কি না, সন্দিহান-চিত্তে চিন্তা করিতেছিল, তখন, সেই বাটীখানিরই মত জরা-জীর্ণ বাটির মালিকটী তাহার শীর্ণ হস্তে হুঁকা ধরিয়া তামাক টানিতে টানিতে সেইখানে আসিল এবং সম্মুখে গিরীশকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে খোঁজেন আপনি?"

"এইটেই ছত্রিশ নম্বর ত?—মধু মুখো—"

"হ্যাঁ, আমারই নাম। কি আবশ্যক?"

"আপনার একটি বিবাহ-যোগ্যা কন্যা—"

"কন্যা নয়—আমাব ভাগিনেয়ী,—হ্যাঁ, আছে বটে ; আপনি একবার দেখতে চান মেয়েটি ? ম'শায়ের নিবাস ?"

"আমার নিবাস শিবপুর। আমি হা কোর্টে ওকালতী করি।" স্কা'

"বেশ বেশ। আসুন তা হ'লে" বলিয়া মধু মুখোপাধ্যায় বাটীব মধ্যে অগ্রসব হইতে হইতে বলিতে লাগিল,—"আমার নিজের ছেলে মেয়ে কিছুই নেই। ভগ্নীপতিটি দেশে সামান্য স্কুল-মাষ্টারী কবে। দু'দুটো মেয়ে গলায়, তাই এটির ভার আমিই নিয়েছি। অবশ্য, আমারও অবস্থা তথৈবচ; বাড়ী দেখেই বুঝতে পেরেছেন বোধ হয় অনেকটা ; শোকে-তাপে, রোগে-ভোগে শরীরের অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছেন।"

চলিতে চলিতে গিরীশ কহিল,—"জগতে ভাল আর ভগবান্ কাকেও—"

"বলেন কেন আর। ত্রিশ বছর চাকরী ক'রে,—এমনই বরাত—যে, পূবো পেন্‌সেন্‌টাও পেলুম না। চল্লিশটি ক'রে টাকা পাই, তা' তা'তে আর এ-বাজারে—বুঝতেই ত পাচ্ছেন সব। আজকাল মেয়ের বিয়ের যা ব্যাপার হয়ে উঠেছে, তাতে আর গরীবের পক্ষে—। তবে, আমার সীতা-সাবিত্রী—এই আমার ভাগনী দু'টি—রূপে গুণে এ-রকমটি আজকাল বড় একটা আর দেখা যায় না। সত্যিই মা'রা আমার যেন সাক্ষাৎ সীতা—সাবিত্রী।"

অন্দরের দালানে আসিয়া বসিয়া গিরীশ কহিল যে,

কন্যাকে সাজাইবার গোছাইবার কোন আবশ্যক নাই, শুধু যেন একখানি পরিষ্কার কাপড় পরাইয়াই দেখান হয়। সুতরাং সে সব [illegible]হা আর করা হইল না। শুধু, মুখখানি প্রথমে শুকনা ও পরে ভিজা গামছা দিয়া বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া, কপালে খয়েরের একটি টিপ পরান হইল এবং চুলে একটু চিরুণী দিয়া, একখানি গুজরাটি ছাপা সাড়ী পরাইয়া দিয়া, কন্যাকে গিরীশের নিকটে আনা হইল।

রূপ দেখিয়া গিরীশ চমকিয়া উঠিল।

গিরীশ শুনিয়াছিল বটে যে, মেয়েটি না কি খুবই রূপসী; কিন্তু সে রূপ যে এমন, তাহা সে ধারণাও করিতে পারে নাই। গিরীশ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

শুধু চাহিয়া থাকাও যেমন চলে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তেমনই ভাল দেখায় না। সুতরাং গিরীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

মেয়েটি নতমুখে উত্তর দিল,—"সীতা।"

মাতুল কহিলেন,—"ভাল ক'রে পূরো নাম বলতে হয়, মা।"

মেয়েটি পুনরায় কহিল,—"শ্রীমতী সীতা দেবী।"

"লিখতে পড়তে পার?"

সীতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, পারে।

"রান্নার কাজ, কি সেলাই-টেলাই—"

ভাগিনেয়ীর হইয়া মাতুলই জবাব দিল, কহিল—"সব—সব,—[illegible] আমার রান্না-বান্না, সেলাই, বোনা সবেতেই পাকা

আমার এখানে ও-ই ত সংসারের যাবতীয় কাজ করে। সীতা আমার সত্যই সেই ত্রেতার সীতা। সে সীতার যদিও কোন দোষ-খুঁত থেকে থাকে ত আমার এ-সীতার ঐগুণে দিকে কোন খুঁতই নেই। তবে মশাই, ওই যে আজকাল মেয়েদের সব নাচ—গান—য়্যাকৃটিং শেখান হয়েছে, সে সব কিছু জানে না। সত্যি কথা বলতে কি, ও-গুলো সব আমরা মোটেই পছন্দ করি না। গান পর্য্যন্ত না হয় চলতে পারে, কিন্তু নাচ, য়্যাকৃটিং—এ সব কি ব্যাপার বলুন দেখি? মেয়ে কি থিয়েটারে চাকরী করবে?" তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাগিনেয়ীকে যাইতে আদেশ করিয়া, কহিল, "তা হ'লে, মেয়ে কি আপনার পছন্দ হ'ল?"

গিরীশ কহিল,—"পছন্দ ত হবারই কথা। এখন—

"তা হ'লে পাত্রটি আপনার কে?"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া গিরীশ কহিল, "পাত্র আমি নিজেই। ছ'মাস হ'ল আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। অবশ্য দোজব'রে ব'লে যদি কোন আপত্তি না থাকে আপনাদের, তা হ'লে—"

"না না, আমাদের কোনই আপত্য নেই। আর আপনি ত দেখছি একেবারেই ছেলেমানুষ। দোজব'রে হ'লে কি হবে? এক-ব'রেরও বয়েস আপনার হয় নি। বেশ বেশ, সীতা আমার তা হ'লে ঠিক রামচন্দ্রেরই হাতে পড়বে। ভাগ্য—ভাগ্য—ওরই ভাগ্য।"

সেই দিনই সেইখানে বসিয়া মধু মুখোপাধ্যায়ের সহিত গিরীশের সকল কথাই পাকা হইয়া গেল। স্থির হইল যে, এই মাসেই, অর্থাৎ অগ্রহায়ণের মধ্যেই, শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। তবে কোন বিশেষ কারণে কয়েক মাস এই বিবাহের কথা অপ্রকাশ রাখিতে হইবে। ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া গিরীশ কহিল, "কি জানেন ব্যাপারটা? বাড়ীতে এক বুড়ো পিসীমা আছেন। তিনি এক যায়গায় একটি মেয়ে দেখে পছন্দ করেছেন। তাঁর ঝোঁক—সেইখেনেই বিয়ে করি, সেই জন্যে—বুঝলেন না?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডা'ন হাত হইতে বাঁ হাতে হুঁকাটি ধরিয়া কহিল, "সে ত ঠিক কথা, সে ত ঠিক কথা। টপ ক'রে তাঁর মনে ব্যথা দেওয়াটা—তা, এ-মেয়ে ঘরে পেলে আর রাগ-দুঃখু টেঁক্‌তে পারবে না। তা বেশ বেশ, এখন না হয় মাস পাঁচ-সাত প্রকাশ নাই হ'ল।" তার পর হুঁকাটি দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, "যাক, একেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, নইলে, কত যায়গা থেকেই ত সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু কোথা থেকে এক দিনের মধ্যেই সব একেবারে পাকাপাকি। হবার হ'লে এই রকমই হয় আর কি।"

গিরীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তা হ'লে ভট্‌চায্যি মশাইকে দিয়ে দিনটা আর একবার ভাল ক'রে দেখিয়ে কালই আপনাকে সংবাদ পাঠাবো। এখন উঠলুম আমি। শালকের জনকতক বড় বড় মক্কেলের আজ যা'বার কথা আছে, তাদেরই জন্যে—"

"যাবেই ত বাবাজী। তোমার নাম ত আর আমার অজানা নেই। হাওড়া কোর্টের কত বড় এক জন উকীল তুমি! দেখ বাবাজী, শুভকাজ আগে মিটে যাক, তার পর তোমায় একটু খাটতে হবে। ছটাক দু'তিন জমী, আমার ঐ খিড়কীর বাইরে, সে আমারই জমী দলীলে স্পষ্ট লেখা, তা ঐ কুণ্ডুরা জোর ক'রে সেটা দখল—আচ্ছা, সে তখন পরে হবে। আচ্ছা, এস বাবাজী। থাক্ থাক্, আর পায়ের ধূলো নিতে হবে না।"

গিরীশ চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সীতাকে ডাকিয়া কহিল, "মা, আজ আফিংটা যেন তেমন ধরলো না। কৌটোটা একবার দে ত মা, আর একটু চড়িয়ে দিই আজ।"

পরদিন গিরীশ, ভট্টাচার্য্য মশায়কে দিয়া পাঁজি দেখাইয়া সংবাদ দিল যে, ২৪শে তারিখেই বিবাহ হইবে, সেই দিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং সেই ২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার অষ্টমী তিথিতে রাত্রি সাড়ে নয়টার লগ্নে গিরীশ সীতার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহার 'শূন্য প্রাণ' পূর্ণ করিয়া, 'আঁধার পথে' আলো জ্বালিল এবং কিছু পরেই স্ত্রী-আচারের সময় কে একজন রমণী যখন তাহার দুই হাত এক করিয়া ধরিয়া কহিল,

"কড়ি দিয়ে কিনলুম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলুম।
হাতে দিলুম মাকু
একবার ভ্যা কর ত বাপু।"

তখন আনন্দ-আবেগে গিরীশ সত্যই ভ্যা করিয়া ফেলিল।

ঠিক সেই সময় শিবপুরে শিরীষ ও কিরণ মিত্তির, প্রতিবাসী মতি ঘোষালের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া কাহার একটা হাসির কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া



সেই—গিরীশ

পৌষ মাস। বড়দিনের ছুটীতে আফিস-আদালত সব বন্ধ। ছুটী হইতেই, দিন চারি পাঁচ গিরীশ বাড়ী ছিল না। জামতাড়া, না মিহিজাম কোথায় ঐ দিকে মক্কেলের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল, আজ ফিরিয়াছে। শিরীষ কিন্তু ইহারই মধ্যে এক দিন না কি ট্রামে আসিতে আসিতে গিরীশকে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। গিরীশ কহিল, "তুই একটা আস্ত গাধা। চোখের মাথাটাও খেতে বাকি রাখিস নি। চশমা নে—চশমা নে।"

পরদিন প্রাতঃকালে গোয়ালা দুধ দিতে আসিয়া পিসীমার নিকট অনেক করিয়া একটি টাকা চাহিল, তাহার হঠাৎ কি বিশেষ দরকার। গিরীশ গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল, শিরীষও বাড়ী

ছিল না, প্রসন্নময়ীর নিজের কাছেও টাকা-কড়ি কিছু ছিল না। তবুও দাস্থ গোয়ালার পীড়াপীড়ি দেখিয়া প্রসন্নময়ী গিরীশের চাপকানের পকেট খুঁজিতে আসিয়া দেখিলেন যে, গিরীশের পোর্টম্যাণ্টেব চাবিটি তাহাতেই লাগান রহিয়াছে। স্থতরাং প্রসন্নময়ী পোর্টম্যাণ্ট খুলিয়া মণিব্যাগ হইতে টাকা একটি লইয়া দাস্থ গোয়ালাকে দিয়া দিলেন।

দ্বিপ্রহরে গিরীশ আহারে বসিলে, পার্শ্বে বসিয়া প্রসন্নময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে গিরীশ, ও মেয়েটি কাদের রে? ঐ যে ফটোগেরাবের ছবিখানা রয়েছে তোর পোর্টম্যাণ্টের ভেতর?"

গিরীশ চমকিত নয়নে প্রসন্নময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেখলে কি ক'রে?"

"ঐ যে দেসো গয়লা একটা টাকাব জন্যে এসে হত্যা দিয়ে পড়ল না সকালে? তুই তখন গঙ্গাচ্ছানে গিয়িছিলি, তোর চাপকানের পকেট খুঁজলুম, পেলুম না। তার পর দেখি, তোর পোর্টম্যাণ্ট খোলা রয়েছে, তাই দেখলুম। দিব্বি মেয়েটি! কাদের বল্ দেখি? স্থন্দরী বটে! ঐ রকম একটি আমার শিরীষের জন্যে—"

বাধা দিয়া গিরীশ কহিল, "ঐ ওদেরই ত বড় মামলা চলছে। কোর্ট খুললেই ত সামনেই দিন! নিজের শরীরটাও খারাপ হয়ে পড়ল। কেস্ ফিরিয়ে দিলেও লোকে ছাড়বে না। মহা মুস্কিল!"

প্রসন্নময়ী গিরীশের মুখে হঠাৎ তাহার এই শরীর খারাপের কথা শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে প্রশ্ন করিলেন, "শরীর খারাপ কি রে? ভেতর ভেতর কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে না কি তোর?"

"শরীরে আর যেন তেমন জুত্ নেই আর কি। ক্ষিদে হয় না—ঘুম হয় না, অসুখ হ'তে আর কতক্ষণ বল?"

"তবে ডাক্তাব দেখিয়ে একটা ভাল দেখে ওযুধ-টযুধ খা বাছা।"

গিরীশ আচমন করিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল,—"পোর্টম্যাণ্ট খুলতে গেলে কেন? চাপকানের পকেটে যখন পেলে না, কোটের পকেট দেখলেই পারতে, খুচরো টাকা ছিল।"

সেই দিন সন্ধ্যার পর গিরীশ বৈঠকখানায় বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিল। সঙ্গীতের চর্চ্চা গিরীশ পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যহই করিত। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে কয় মাস গিরীশ এই জিনিষটা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার হার্ম্মোনিয়মের বাক্সের চারিদিকে মাকড়সায় জাল বুনিয়াছিল। এত দিন পরে আজ মাসখানেক হইতে গিরীশ আবার তাহার হার্ম্মোনিয়ম ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বাহির করিয়াছে।

গিরীশ গাহিতেছিল—

"আমার আঁধার প্রাণের আলো,
তোমার স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বালো.
আমার সকল কামনা সার্থক কর তোমারি পুণ্য-পরশে।"

কিরণ মিত্তির তাহার তিন বৎসরের শিশুকন্যাটিকে কোলে

করিয়া আনিয়া বলিল,—"গলাখানি করেছিলে বটে, দাদা! পায়চারী কত্তে কত্তে খুকীটাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা কচ্ছিলুম, কিন্তু তোমার গান শুনতে পেয়ে, না এসে আর পারলুম না। বাস্তবিক, ঐ যে লোকে বলে—'ন চ সঙ্গীতাৎ বিদ্যা পরা'—তা' সে কথা একেবারেই ঠিক। বনের পশুও—। দেখ গিরীশদা', সে দিন তোমার রাইমণি চক্কোত্তির গান শুনলুম। আ-হা-হা, কি গানই গাইলে! রাইমণি চক্কোত্তির গান তুমি শুনেছ কখন, গিরীশদা' ?"

"নেবুবাগানের রাইমণি চক্কোত্তি? যথেষ্ট যথেষ্ট। তার বাড়ীর একেবারে গায়েই ত গিয়ে হ'ল—"

"কি গিরীশদা' ?"

"বলছি, তাব বাড়ীব একেবারে গায়েই ত আমার সেই ময়মনসিংহেব মক্কেলদের বাড়ী। রাইমণির গান শুনতে কি আর আমার বাকী আছে?"' তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—'এত রাত পর্য্যন্ত খুকী ঘুমোয় নি, জেগে রয়েছে ?"

"আরে দাদা, ঘুম পাড়ালে ত ঘুমুবে! কে আর ঘুম পাড়াবে বল? আমার এদিককার কাজ-কর্ম্ম না সারা হ'লে ত আর ওকে আমি নিতে পারি না। এদিকে, ও না ঘুমুলে কোন কাজ-কর্ম্মই হয় না। ভগবান্ যে কি—"

"আরে, তুমি বিয়ে কচ্ছ না কেন? এই রকম ক'রে কখন চলতে পারে?"

"চ'লে ত যাচ্ছে এক রকম ক'রে গিরীশদা', এই রকম করেই চ'লে যাবে।"

"আরে না—না, ক্ষেপেছ তুমি, কিরণ? বিয়ে না করলে কি চলে? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি বড কম। এই ভাবে তুমি ক'দ্দিন চালাবে? ঘর কত্তে গেলেই ঘরণীর দরকার! জান ত—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'।"

"বিয়ে কত্তে ত অনেকেই বলেছিল। তা করিনি যখন, তখন আর করবো না। তুমিই ত গিরীশদা, অত ক'রে যখন বললে—"

"আমি অত ক'রে কি বললুম?"

"বিয়ে না করতে।"

"তুমি একটা আস্ত পাগল, কিরণ! আমি যে কি ভাবে বলেছিলুম, তা তুমি বুঝতেই পারনি। তোমার নিজের বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাই দেখছিলুম। পাঁচ জনে যা বলবে, তাই তুমি করবে? তোমার নিজের একটা বোঝবার ক্ষমতা নেই? এই সব কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে, তুমি বেটা ছেলে,—এ কি কখন হয়? বিয়ে কর, বিয়ে কর, কিরণ,—আর দেরী কোরো না।"

"তুমি?"

"আমি কি?"

"বিয়ে করবে না?"

"নিশ্চয়ই করতে হবে। যে যাবার, সে ত চ'লে গেল। তার মুখ চেয়ে, কবিত্ব নিয়ে তুমি যে থাকবে, বলি, সংসারের

কাজ-কর্ম্মগুলো সে ত আর এসে তোমায় ক'রে দিয়ে যাবে না। বিয়ে না-করাটা শুধুই যে কেবল অসুবিধের, তা' নয়—অপরাধের-ও। শাস্ত্র-হিসেবে এতে পাপও আছে।"

"অসুবিধেই হোক আর অপরাধই হোক, যখন করিনি, তখন আর করবো না, গিরীশদা।' তোমার সেই কথাটা আমার খালি মনে হয় যে, 'ভগবান্ যখন এক জনকে টেনেই নিলেন, তখন মানুষে কোন্ সাহসে আবার বাহাদুরী ক'রে সেই যায়গায় আর একজকে টেনে আনে।'—যাক, তুমি আর একখানি গাও দাদা, শুনে যাই; মেয়েটার চোখ এইবার ছোট হ'য়ে এসেছে।"

গিরীশ গান ধরিল,—

এস এস চির-বাঞ্ছিত, মম কুটীর-দুয়ার খুলি'।
দিকে দিকে মোর আঁধার নাশ গো—প্রেম-দীপখানি জ্বালি।

৪

শিরীষের কাণ্ড

অক্ষুধা ও অনিদ্রাজনিত দুর্ব্বলতা গিরীশের দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রসন্নময়ী জোর করিয়া কলিকাতা হইতে মকরধ্বজ আনাইয়াছিলেন, তাহাই মাখন-মিছরী দিয়া হপ্তা দুই তিন গিরীশকে খাইতে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ

কিছু উপকার না হওয়াতে ফাল্গুনের প্রারম্ভেই বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গিরীশ ঘাটশিলায় চলিয়া গেল।

গিরীশ চলিয়া যাইবার দিন চার-পাঁচ পরে এক দিন সকাল সকাল স্নান করিয়া শিরীষ খাইতে বসিল। প্রসন্নময়ী আসিয়া সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁ রে, এই তিন-সকালে খেয়ে কোথায় যাবি বাবা?"

শিরীষ কহিল,—"বর্দ্ধমান যাব পিসীমা, রমেশদের বাড়ী—তাদের পুকুরে মাছ ধরতে। আজ কিন্তু আর ফিরছি না—ফিরতে সেই কাল!"

"এই ত সে দিন কোথায় মাছ ধরতে গিয়িছিলি? আবার আজ চল্লি বর্দ্ধমান? কি যে সখ্ বাবা তোদের।"

"সখ হবে না? চুপটি ক'রে ঘরে ব'সে কি করব?"

"তা ঠিক! এত বড় ছেলে হ'ল, তা এমনি ভাই যে, বিয়ে দেবার নামটি নেই। দিন কতক একটু গা করেছিল, তার পর একেবারেই চুপ-চাপ। নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে, ভাইটাকেও তাই করবার মতলব!"

"বিয়ে হয়ে আর কি হবে, পিসী-মা?"

"তাই বই কি রে ছোঁড়া! দাদার ভাই কি না। থাকিস চিরকাল আইবুড়ো হয়ে।"

"তাই মনে করছি থাক্‌বো পিসীমা,—বিয়ে কি?—ছিঃ!"

ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখে প্রসন্নময়ী কহিলেন, "দেখ, আলাস্ নি বলছি।"

"তা'—দুধ দেবে কি না বল, না উঠে যাব ?"

প্রসন্নময়ী দুধ আনিতে উঠিয়া গেলেন।

* * *

বেলা প্রায় একটার সময় শিরীষ তাহার বন্ধুর বাটিতে আসিয়া পৌঁছিল। বন্ধুর বাটী বর্দ্ধমানে নহে—বর্দ্ধমান জেলায় বটে। মেমারী ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে হয়। শিরীষের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমেশ মাছ ধরিবার সমস্ত আয়োজনই ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।

ফাল্গুনের অবশিষ্ট বেলাটুকু দুই বন্ধুতে পুকুরধারে কাটাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া বৈঠকখানার রোয়াকে বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল।

খানিক পরে দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া বাটীর ভিতর হইতে রমেশ বাহিরে আসিয়া কহিল,—"শিরীষ, মাছের চারে বৌ এসে হাজির।"

শিরীষ তাহার হাত হইতে একটি পেয়ালা নিজের হাতে লইয়া কহিল,—"কি রকম ?"

"রকম হচ্ছে যে,—মা তোর ক'নে ঠিক ক'রে ফেলেছে, এখানে তোর ফুল ফুটেছে—বিয়ে হবে।"

"সত্যি ?"

"সত্যি।"

"তুই তা' হ'লে বরযাত্রী না কন্যাযাত্রী হবি ?"

"ঠাট্টা নয়—মা,তোকে চা খেয়ে বাড়ীর ভেতর যেতে বল্লে।"

রমেশের জননী শিরীষকে অনেক দিন হইতেই জানিতেন। শিরীষ ইহার আগে এ বাটীতে বহুবারই আসিয়াছে। সুতরাং কিছু পরে যখন সত্যই ভিতর হইতে তাহার ডাক আসিল, তখন শিরীষ বাড়ীর ভিতর আসিয়া কহিল, "ডাক্‌ছেন জ্যাঠাইমা?"

"হ্যাঁ বাবা, বোস।" বলিয়া রমেশের জননী কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, "একটি চমৎকার মেয়ে এখানে আছে, বড় গরীব তারা, সেইটিকে তোকে বিয়ে কত্তে হবে। আমাদের ঘরে যে মেলে না, নইলে আমি রমেশের সঙ্গেই দিতুম।"

শিরীষ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "কি বল্‌ছেন জ্যেঠাই-মা? বিয়ে? আমি? এখন?"

"হ্যাঁ,—বিয়ে, তুমি, এখন। তোর ও সব চালাকী তোর এ জ্যাঠাইমার কাছে খাটবে না, বাবা। এ তোকে করতেই হবে। কেন না, মেয়েটিকে আমরা বড্ডই ভালবাসি। আমার নিজের পেটের মেয়ে না হ'লেও তাকে আমি পেটের মেয়ের মতই ভালবাসি।"

"সেই জন্যেই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে, জ্যাঠাইমা?"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই তোকে বিয়ে করতে হবে। নইলে, এমন সোনার প্রতিমে মেয়ে হয় ত কোন্ একটা লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরের হাতে পড়বে! হয় ত কি? সে ত ঠিকই পড়বে! কেন না, সামান্য মাষ্টারী ক'রে সংসার চালায়, একটি পয়সা ব্যয় করবার ত আর ক্ষমতা নেই, তা, ভাল ছেলে কোথায়

পাবে ? তোর কথা আমি অনেক দিন থেকেই মনে ক'রে রেখেছি। জ্যেঠাইমার এই কথাটি তোকে রাখতেই হবে, বাবা।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন শিরীষ একটু ভাবিতে লাগিল, তার পর জ্যাঠাইমায়ের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "সত্যি বোলছেন, জ্যেঠাই মা ?"

"সত্যিই বলছি, বাবা। ব্রাহ্মণের এ দায় থেকে তোকেই বাঁচাতে হবে। মাছধরার নাম ক'রে, রমেশকে দিয়ে এই জন্যেই তোকে আজ এখানে আনিয়েছি।"

"কিন্তু জ্যেঠাইমা, দাদা রয়েছেন, তাঁকে তা' হ'লে ত বলতে হয়।"

"না বাবা! অত সোজাভাবে এ কাজ হবে না। দাদাকে বল্লে এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেবে না। কেন না, এম্‌-এ পাশ করিয়ে বিনা পয়সায় তোর দাদা কোথাও তোর বিয়ে দেবে না, সে আমি জানি। তোরা আজকালকার ছেলে, তোরাই এ কাজ পারবি, বাবা। চিরকালের স্রোতকে তোরাই ফেরাতে পারিস ; হয় ত ভবিষ্যতে তোরাই ফিরিয়ে দিবি।"

"কিন্তু জ্যেঠাইমা—"

শিরীষের হাতখানা ধরিয়া রমেশের জননী কহিলেন,—"তোর কোন 'কিন্তু'ই আমি শুনবো না। আয়, দেখবি আয়" বলিয়া শিরীষের হাত ধরিয়া টানিয়া দালানের মধ্যে আনিয়া কহিলেন, "দেখ্‌ দেখি, সোনার প্রিতিমে কি না ?"

শিরীষের মুখে কোন কথাই ফুটিল না। দেখিল, একটি

অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া দালানের দেওয়াল ধরিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

রমেশের মা কহিলেন, "এ রকম সুন্দরী মেয়ে এর আগে তুই কোথাও দেখিছিস, বাবা? সত্যি বলবি।"

শিরীষ তেমনই নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রমেশের মা কহিলেন, "বাইরের রূপ যেমন দেখছিস্, ভেতরের রূপ তা'রও বেশী।"

তাহার পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রমেশ, তাহার মাতা ও শিরীষ তিন জনে মিলিয়া অনেক কথা, অনেক পরামর্শ হইল এবং শেষে ইহাই স্থির হইল যে, এই ফাল্গুনেরই ২৪শে তারিখে যে দিন আছে, সেই দিনেই গোপনে শিরীষ এখানে আসিয়া শুভকাজ শেষ করিবে। তার পর দুই চারি মাস পরে সমস্ত কথাটা বাটীতে প্রকাশ করিবে।

পরদিন শিরীষ শিবপুর চলিয়া আসিল এবং ২৩শে ফাল্গুন আহারাদি করিয়া শিরীষ প্রসন্নময়ীকে বলিল যে, তাহারা কয় বন্ধু মিলিয়া বেড়াইতে যাইতেছে।

প্রসন্নময়ীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শিরীষ কহিল,—প্রথমে তাহারা ভুবনেশ্বর যাইবে এবং তাহার পর পুরী-দর্শন। সুতরাং ফিরিতে তাহার হপ্তাখানেক লাগিবে।

তাহার পর ২৪শে ফাল্গুনের শুভদিনে—শুভ গোধূলি লগ্নে, শিরীষ যে-পুরী দর্শন করিল, তাহা জগন্নাথের পুরী না হইলেও, তাহা 'মথুরা-পুরী' অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ী।

৫

দুই ভাই

এক দিন চৈত্রশেষের অপরাহ্ণে গিরীশ তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য জোড়া লাগাইয়া, দুর্ব্বলতার স্থানে সবলতা অর্জ্জন করিয়া ঘাটশিলা হইতে গৃহে ফিরিল। আসিয়া প্রসন্নময়ীকে কহিল যে ঘাটশিলার এক ধনী শাল কাঠের কারবারীর মেয়ের সঙ্গে শিরীষের বিবাহের সকল ব্যবস্থাই সে করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটি দেখিতে শুনিতে ভালই, পাঁচ হাজার টাকা নগদ পাওয়া যাইবে। ঘাটশিলায় বাড়ী, কলিকাতায় বাড়ী। দেশে বিষয়-আশয়—পুকুর, বাগান।

প্রসন্নময়ী প্রসন্নচিত্তে কহিলেন,—"মেয়েটি কত বড় হবে বল্ দেখি ?"

"তা তের চোদ্দ বছরের হবে। বেশ মোটা-সোটা বাড়ন্ত গড়ন, তবে সেখানকার জলে রং একটু ময়লা হয়, এখানে থাকলে আবার ঐ রং-ই বেশ ফুটবে।"

প্রসন্নময়ী কহিলেন,—"তা হ'লে শিরীষ না হয় এক দিন গিয়ে নিজে দেখে আসুক ;—ওর একবার দেখে আসা ভাল, কেন না, আজকালকার ছেলে,—কি বলিস তুই ?"

"তা বেশ ত, আসছে হপ্তায় এক দিন গিয়ে ও দেখে আসুক। তার পর পাকা দেখার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু বোশেখ মাসের ভেতরই কাজ সারতে হবে। তারা অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছে।"

ইহারই দিন তিন চারি পরে প্রসন্নময়ী শিরীষকে ডাকিয়া কহিলেন'—"আজ দিন ভাল আছে—আজই যাত্রা কর। মেয়েটিকে একবার দেখে আয় তা হ'লে, বাবা। ও বাড়ীর মতিলালকে ব'লে রেখেছি, সে সঙ্গে যাবে এখন।"

শিরীষ বিরক্তির সহিত কহিল,—"হ্যাঃ, ও সব আমি কোথাও যেতে টেতে পারব না।"

"যেতে টেতে পারব না কি রে? গিরীশ যে যেতে বল্‌ছে তোকে।"

তেমনই বিরক্তির স্বরে শিরীষ কহিল,—"বল্‌লে কি হবে, আমি মরছি অসুখের জ্বালায়!"

"তোর আবার হ'ল কি?"

"হ'ল কি!—দেখতে পাচ্ছ না—চেহারা কি রকম হয়ে যাচ্ছে!"

"কেন রে! শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, চেহারা ত ভালই আছে, বাবা। ওসব অলুক্ষণে কথা বলিস নি ক।"

"না বলবো না, লিভার গুটিয়ে যাচ্ছে যে!"

"লিভার গুটিয়ে যাচ্ছে? তা', এ কথা বলতে নেই এক দিনও?"

রাত্রে প্রসন্নময়ী গিরীশের কাছে আসিয়া শিরীষের কথা বলিয়া কহিলেন, "বিয়ে-টিয়ে এখন বন্ধ রেখে, ওর চিকিৎসা করবার একটা বন্দোবস্ত কর, বাবা। আগে ছেলে আমার বাঁচুক, তারপর বিয়ে। সত্যিই শিরীষের আমার চেহারাটা যেন আগেকার চেয়ে খারাপই হয়েছে—তেমন রং যেন কেমন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে।"

গিরীশ শিরীষকে ডাকিয়া কহিল, "কি হয়েছে রে তোর ?"

শিরীষ কহিল, "কি আর হবে, 'লিভার-ফংশন' খারাপ হয়ে গেছে, 'ম্যারাস্‌মাস্‌ অফ দি লিভার'।"

গিরীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর কহিল, "তাহ'লে প্রাণেশকে কাল একবার ডাকিয়ে ভাল ক'রে দেখিয়ে শুনিয়ে, ওষুধ খেতে আরম্ভ কর।"

শিরীষ কহিল, "খুব ভাল লোককেই দেখিয়ে ওষুধ খাচ্ছি আমি,—লিভারেরই 'স্পেশালিষ্ট'। আগে শ্যামবাজারে থাকতেন, এখন রিটায়ার্ড হয়ে বর্দ্ধমানে থাকেন।"

সুতরাং শিরীষের বিবাহ স্থগিতই রহিল। শিরীষ তাহার বর্দ্ধমানের 'স্পেশ্যালিষ্টের' কাছে সপ্তাহে সপ্তাহে হাজিরা দিতে লাগিল, আর গিরীশেরও যে ঝোঁক কখনই ছিল না, সেই থিয়েটার দেখিবার ঝোঁক হঠাৎ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, কোন শনিবারই আর গিরীশের থিয়েটার দেখা বাদ পড়িতে লাগিল না।

এই ভাবে সারা বৈশাখ কাটিয়া গিয়া জ্যৈষ্ঠমাস আসিল।

ষষ্ঠীবাটার পূর্ব্বদিন অপরাহ্ণকালে গিরীশ সকাল সকাল কোর্ট হইতে বাটী ফিরিয়া আসিল এবং আদালতের ধড়া-চূড়া ছাড়িয়া মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শিরীষের ঘরে আসিয়া দেখিল, যে শিরীষও বেশভূষায় ব্যস্ত। জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাবি রে?"

শিরীষ রুমালে সেণ্ট ঢালিতে ঢালিতে কহিল, "হুগলী। সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে। আপনি কোথায় যাবেন, দাদা?"

"আমি একবার যাব জামতাড়ার সেই মক্কেলদের বাড়ী। অনেকগুলো টাকা রয়েছে পাওনা, চিঠি লিখে লিখে আর আদায় হয় না দেখছি। কাল পরশু ছুটী আছে দুদিন। যাই একবার, যদি কিছু আদায় হয়।"

শিরীষ কহিল, "আমাকেও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করেছে, না গেলে চলবেই না; যাই একবার।"

* * *

মেমারী ষ্টেশনে নামিয়া শিরীষ যখন শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্বশুর মাখন-বাবু কহিলেন, "এসেছ বাবা, যাও, বাড়ীর ভেতর যাও। বড় জামাইও আসবে। হয় ত পরের ট্রেণেই আসছে। এখানে কখন ত আসে নি বাবাজি আমার। একটু এগিয়ে দেখি একবার। তুমি যাও বাবা, জামা কাপড় ছেড়ে একটু ঠাণ্ডা হও গে।"

ঘণ্টা খানেক পরে শিরীষ জলখাবার ও চা খাইয়া বাহিরে আসিতেছিল, মাখন বাবু ব্যস্ত হইয়া আসিয়া কহিলেন, "এস বাবাজী, বড় জামাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করবে এস। দু'জনের মধ্যে এর আগে ত আর দেখা হবার সুযোগই হয় নি। ওই যে বাবাজী আমার নিজেই আসছে। এস বাবা, এইটিই হ'ল তোমার ছোট—"

বড় জামাতা আসিতে আসিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই তাহার মুখ হইতে শুধু বাহির হইল, "শিরীষ!"

শিরীষেরও মুখ হইতে তেমনই ভাবে উচ্চারিত হইল, "দাদা!"

মাসিক বসুমতী—
আশ্বিন—১৩৩৫

শ্রীকৃষ্ণ বনাম রাধিকা

এক

রান্নাঘরে বসিয়া দুধ জ্বাল দিতে দিতে জ্ঞানদা কন্যার উদ্দেশে হাঁকিয়া বলিল,—"ওরে অ পটলী, ডাক্তারখানা-ঘর থেকে ওঁকে ডেকে নিয়ে আয় না। বেলা যে দুপুর উৎরে গেল, নাইবে খাবে আর কখন্ ?"

ওঁকে আর পটলীর ডাকিতে হইল না। উঁনি—অর্থাৎ বাটীর কর্ত্তা, ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—ভিজা গামছাখানি পাট করিয়া মাথায় দিয়া অন্দরের মধ্যে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল,—"পটলী, নিয়ে আয় মা—নিয়ে আয় মা, তেলের বাটিটা টপ ক'রে নিয়ে আয়, একটা ডুব দিয়ে আসি। রুগী-পত্তর ত সব মরেচে ; সকাল থেকে এই এতখানি বেলা পর্য্যন্ত এক ব্যাটারও দেখা নেই।—হেই হেই, হেঠ হেঠ ! —ওরে, শিবে ব্যাটা বাছুরটাকে বাঁধেনি ক,—খড়ের পালুইটা যে ফেড়ে ফেল্লে। মা পটল, দে ত মা, বাছুরটাকে বার ক'রে খিড়কীটায় খিল লাগিয়ে।"

রান্নাঘর হইতে জ্ঞানদা বলিল,—"হ্যাঁগা, রুগী-পত্তর নেই ত শুধু শুধু এই এত বেলা পর্য্যন্ত ডাক্তারখানা-ঘরে ব'সে কি করছিলে বল ত? সকাল-সকাল এসে চানটাও ত লোকে ক'রে নেয়। পুকুরে জল ত নেই বল্লেই হয়—যা'ও বা একরত্তি আছে, সে ত তেতে আগুন হ'য়ে উঠল। গোষ্ঠা কুমোর বুঝি ব'সে রয়েছিল এতক্ষণ?—আচ্ছা, এই এত গরমেও ওই ছাই না খেলে নয়?"

ব্রহ্ম-তালুতে খানিকটা তেল ঘষিতে ঘষিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিল,—"তুমি খালি ঐ ছাই খেতেই দেখ।"

"দেখি কি গো? পটলী দেখে এসে যে বল্লে—দরজায় খিল দিয়ে দু'জনে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইচ, ঘরের ভিতর ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার আর মড়া-পোড়া গন্ধে চারিদিক্ একেবারে ভরপূর।"

"পটলী অমনি দেখে এসে বল্লে! জ্যাটা মেয়ে কোথাকার! হ্যাঁ রে পটলী—"

"তা ওর ওপর তম্বি কেন? তুমি খেতে পার—আর ও এসে বলতে পারে না?"

"হ্যাঁ, আমি খালি ব'সে ব'সে ওই খাচ্ছি!"

"তবে এতখানি বেলা পর্য্যন্ত কি করছিলে?"

"কচ্ছিলুম শ্রীকেষ্ট ভট্‌চায্যির শ্রাদ্ধ! বলি, দেখতে হবে ত, রোগী-পত্তর কেউ এসে না ফিরে যায়!"

"তা যাক,—এখন চান ক'রে এসে খেয়ে দেয়ে নাও——"

"আহা-হা-হা, কর কি? ভাল জ্বালাতনে পড়িছি! খাওয়া খাওয়া ক'রে চেঁচাচ্চ কেন? তুমি দেখছি সব মাটী ক'রে দেবে। ডাক্তারী ত গেছেই, পৈতৃক ব্যবসার মধ্যে এই ষষ্ঠীপূজো, লক্ষ্মীপূজো, সত্যনারায়ণটা মাঝে মাঝে আছে, তা'ও দেখছি এইবার যাবে।"

"কেন, কি হ'ল?"

"আরে, হ'ল আমার মাথা আর মুণ্ডু। কাল থেকে বিশ বার ক'রে শুনে আসছো যে, আজ পূর্ণিমে, অধর ঘোষের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজো কর্ত্তে হবে;—আজ ত আমার উপোস।—ভ্যালা আপদেই পড়িছি যা'হোক বাবা—এই ভ্যাখ, চেয়ে ভ্যাখ আমার দিকে" বলিয়া জ্ঞানদাকে চোখে চোখে কি ইসারা করিয়া, ফোঁটা-কতক তেল আঙ্গুলে করিয়া নাকের মধ্যে দিয়া টানিতে টানিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল —"রেধো নাপতে ব্যাটা যে এমন শত্তুর হয়ে উঠবে, তা কে জানে! ব্যাটা কোত্থেকে ঝাড়-ফুক্ মন্তোর-তন্তোর্ শিখে এসে বস্‌লো, সব রুগীকে হাত ক'রে ফেল্লে! কেউ আর আমার কাছে আসে না! আর লোকেরই বা দোষ দোবো কি? ভদ্দরলোকের ত আর বাস নেই। ক'ঘরই বা বামুন-কায়েত গাঁয়ে আছে! যত ব্যাটা গয়লার গাঁ। ব্যাটারা আশী বছরেও সাবালক হয় না;—নইলে রেধো নাপতে আর ফুঁ দিয়ে দিয়ে টাকা নিচ্ছে।——এই, এই, কে রে ঢিল ছোঁড়ে আমগাছে? পটলী, দেখত রে বেরিয়ে গিয়ে

একবার। ছোঁড়াগুলো আর আম ক'টা গাছে রাখলে না দেখছি" বলিয়া গামছাখানি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সদরের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা-গামছা মাথায় দিয়া, মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বাড়ী ঢুকিল, —পিছনে ও-পাড়ার গৌর মণ্ডল।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিদ্যারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

—গৌর, বোস্ বাবা, ওই মরাই-তলার ছায়াতে বোস্ একটু; কাপড়টা ছেড়ে নিয়ে, দিনটা দেখে দিচ্ছি। বলিস কেন বাবা আর! নাইতে-খেতেও আর সময় ক'রে উঠতে পারি না রে! ভোর-বেলাতেই ডাকে বেরিয়েছিলুম, তিনখানা গাঁ ঘুরে এই এসেই একটা ডুব দিয়ে এলুম। এরপর সন্ধ্যে-আহ্নিক করবো, তারপর দু'টি——খাওয়া-দাওয়ার আজ আর হাঙ্গাম নেই,—উপোস। তোদের পাড়ায় অধর ঘোষের বাড়ী আবার সন্ধ্যার পর সত্যনারায়ণের পূজো— 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু'——অমন লাউ গাছ তৈরী করলি, তা লাউগুলো সব একলাই খেলি রে গৌর?"

"না, খুড়ো ঠাকুর, নাউ তোমার জন্যে দু'টো চিহ্নিত দিয়ে রেখেছি। ক্যাবলাটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দোবো,—তা'

দেখ না, ক'দিন হ'ল, পায়ে যে তা'র কি হ'ল, উরুৎ পর্য্যন্ত বিপরীত হয়ে ফুলে, খুড়ো ঠাকুর, এক পা চলবার অবধি ক্ষ্যামতা—"

"তা' ওষুধ নিয়ে যাস্ নে কেন? দু'বার একটু চেপে মালিস করলেই, ও ফোলা-টোলা ব্যথা-ট্যাথা সব জল হয়ে গিয়ে, ক্যাবলা তোর ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া ছুটবে এখন। দিস্—ওবেলা একটা শিশি পাঠিয়ে দিস্, দোবো এখন খানিকটা বেলেডোনা অয়েণ্টমেণ্ট—বুঝলি? আচ্ছা, বোস্ বাবা একটুখানি; কাপড়টা ছেড়ে, দি তোকে একবার দেখে পাঁজিখানা" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভাত বাড়িতে বাড়িতে জ্ঞানদা গৌরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গৌর, খাওয়া দাওয়া হয় নি এখনও?"

গৌর বলিল,—"না খুড়ী-ঠাকরুণ, এই ত মাঠ থেকে এসেই খুড়ো-ঠাকুরের কাছে এলুম একবার দিনটা দেখাতে। মেয়েটাকে পাঠা'তে হবে কিনা। তোমার রান্না-বান্না হয়ে গেল খুড়ী-ঠাকরুণ?"

"হ্যাঁ, রান্না আমার অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। মেয়েটারও খাওয়া হয়ে গেছে। ওঁর অপিক্ষেয় ব'সে ছিলুম, এই ভাত টাত বেড়ে—"

"সত্যসারায়ণ! সত্যনারায়ণ!" শ্রীকৃষ্ণ শয়নঘর হইতে হাঁকিয়া বলিল,—"ওগো, সত্যনারায়ণের পুঁথিখানা। অ পটুলি—"

জ্ঞানদা সঙ্গে-সঙ্গেই গৌরের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তা, ওঁরি অপিক্ষেয় ব'সে ছিলুম; কাকে আজ খেতে বলেছেন, এই ভাত-টাত বেড়ে রাখলুম। এইবার হেঁসেলটা নিকিয়ে——ওঁর ত আজ আর খাওয়া-দাওয়া নেই, সত্যনারাণের পূজো কত্তে হ'বে তোমাদের পাড়ায়—"

গৃহমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ খড়ম পায়ে দিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল,—"পেয়েছি—পেয়েছি—চৌকির পাশেই ছিল। এ এখনও খেতে এল না কেন? পটুলী গেল কোথায়? একবার ডাকতে যা'ক না।—গৌর,—বাবা, শুক্রবার হ'ল গিয়ে তোমার খুব ভাল দিন। ঈশেন কোণ ত? তা' হ'লে, ঐ শুক্রবার বেলা আড়াই দণ্ডের মধ্যে যাত্রা কত্তে হবে। খাসা দিন,— একেবারে মহেন্দ্রযোগ। তা হ'লে আয় বাবা, বেলা হয়ে গেল। ওবেলা একটা শিশি পাঠিয়ে দিস্ তা' হ'লে, ওষুধ দিয়ে দেবো এখন।"

গৌর মোড়ল নুইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দুই

অধর ঘোষের বাড়ী হইতে সত্যনারায়ণের পূজা সারিয়া অনেক রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে ফিরিয়া জ্ঞানদাকে কহিল,— "যা বলিছি, তাই। রেখো ব্যাটা ডাক্তারীর মাথা খেলে, এইবার ফুলডাঙ্গার কানাই গোঁসাই এদিক্‌কার মাথাটাও খাবার চেষ্টায় আছে। জানি আমি,—সময়টা যতদূর খারাপ

পড়বার পড়েছে। এদিক্-সেদিক্ পাঁচরকম ক'রে যা হ'ক্ দু'বেলা দু'মুঠো ক'রে খাচ্ছিলুম, এইবার দেখছি, দু'টি অন্নও আর জুটবে না।"

জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল,—"ফুলডাঙ্গা? আচ্ছা, কানাই গোঁসাই কেমন দেখতে বল দেখি?"

"কানাই গোঁসাই দেখতে কেমন? এই কথাটাই বুঝি তোমার সব চেয়ে আগে জানবার দরকার হ'ল? আমি যে বললুম—'সময় খারাপ পড়েচে, আর অন্ন জুটবে না,' তা'র জন্যে একটু ভাবনা-চিন্তে হ'ল না, মন খারাপ হ'ল না! কোথায় ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করবে,—'কেন, কি ব্যাপার,—অন্ন জুটবে না কিসে,'—তা' না ক'রে কানাই গোঁসাই দেখতে কেমন, সেইটেই তোমার আগে জানবার দরকার হ'ল? আরে ধুত্তোর সংসার। কারুর জন্যে কারুর প্রাণ কাঁদে না! সংসার করা ত নয়,—মহা অধর্ম্মের ভোগ—মহা অধর্ম্মের ভোগ।"

"গোষ্ঠা কুমোরের ওখানে গিয়েছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ, তুমি ত খালি ঐ তালেই আছ। চব্বিশ ঘণ্টা খালি গোষ্ঠা কুমোরের কাছেই দেখছো।"

"নিশ্চয় গিয়েছিলে। সত্যনারাণের কথা বলতে কখনও এই রাত দুপুর হয়? চোক দু'টো ত জবাফুল ক'রে এসেছ। বক্তৃতের ভঙ্গিমে দেখেই বুঝতে পেরেছি—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছ। কিন্তু এ দিকে যে অন্নটাও উঠলো, সেটাও ত বুঝেছ?"

"কেন, অন্ন উঠবে কেন,—কি হ'য়েছে ?"

"হওয়া-হওয়ি আর কি! গয়লাপাড়ার পূজোটা-আসটা এইবার উঠলো আর কি! গোষ্ঠা এখন বল্লে কি না, যে, গঙ্গায় নাইতে গিয়ে সাতকড়ি গয়লার সঙ্গে ত্রিবেণীর ঘাটে কে একজন মহা-পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তা'কে সে সঙ্গে ক'রে এনেছে। সে নাকি বলেছে, তার পুজো-আচ্ছায় স্বর্গ থেকে দেবতাদের নেমে আসতে হয়। শুনেই চুপি চুপি আড়াল থেকে দেখে এলুম। ও সেই ফুলডাঙ্গার কানাই গোঁসাই। ওকে ওরা জমী-টমী দিয়ে এইখেনে রাখবার মৎলব করেছে। ওকেই ওরা পুরুত কর্‌বে আর কি,—বুঝছ না? আর সে ব্যাটার ত তিন কুলে কেউ নেই, বেশ সুখে থাকবে এখন। ওরা কেউ তাকে জানে না বটে, কিন্তু আমি ত ওর সবই জানি। বিদ্যেতে ত ব্যাটা একেবারে দিগগজ, তবে চেহরাখানা গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখেছে মন্দ নয়। দিব্বি নাদুস-নুদুস দেহখানি, মাথাটি নেড়া, বুকে-পিঠে জাম্বুবানের মত রাশীকৃত চুল, ন্যাওয়াপাতি ভুঁড়ি, গলা ত নেই বল্লেই হয়, একেবারে গাড়ে-গর্দ্দানে—যা' একটু আছে, তা' ছড়াকতক তুলসীর মালাতেই ঢাকা। ব্যাটা যেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আর কি! সে বছর রাজার হাঠের ফুলী ধোপানীটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই—"

"তা' হ'লে ত গয়লাপাড়ার ঘরগুলো সব গেল বল? আর গয়লাপাড়া গেলে ত সবই গেল।"

"আরে, সেই কথাই ত বলছিলুম। তা তুমি ত আর বলতে দিলে না, জিজ্ঞেস ক'রে বসলে কিনা—'কানাই গোঁসাই দেখতে কেমন?'—যা'ক, ভেবে আর কি করবো। দেখি একবার গোষ্ঠার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।"

তিন

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, তবুও উত্তাপের অবধি নাই। জ্যৈষ্ঠের কাঠ-ফাটা রৌদ্রে তখনও চারিদিকে আগুন ছড়াইতেছিল।

শ্রীকৃষ্ণের ডাক্তারখানা-ঘরের পশ্চিমে, নন্দীদের খিড়কীর পুকুরের পাড়ের উপরকার প্রকাণ্ড জামগাছটার উপরে উঠিয়া বাগ্দীদের গোটাকতক ছেলে কোঁচড় ভরিয়া জাম পাড়িতেছিল। তাহারই তলায় ছাওয়াতে শুইয়া তিন চারিটা কুকুর চোক বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়াছিল। পাশে তাঁতিদের বাঁশের বেড়া-দেওয়া খামার-বাড়ীতে এক পাল গরু বেড়া ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পালুই হইতে আঁটি আঁটি খড় ফাড়িয়া নির্ব্বিকার-নিশ্চিন্ত মনে পরম সুখে খাইতেছিল।

এমনই সময়ে গোষ্ঠা কুমোর ডাক্তারখানা-ঘরের রুদ্ধ দরজা ভিতর হইতে খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ রাস্তার দিককার জানালাটি খুলিয়া দিল এবং হাতের পাখাখানি দিয়া ঘরের মধ্যে চারিদিকে জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

কিছু পরেই ও-পাড়ার পঞ্চু গোয়ালা একখানা খড়-কাটা বঁটী হাতে লইয়া কামারবাড়ী হইতে ফিরিতেছিল। ডাক্তারখানা-ঘরের সামনে আসিয়া পড়িতেই, উঁচু জানালার ধারে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা-ঠাকুর, কি হয় গো? —পাতঃ-পেন্নাম হই।"

শ্রীকৃষ্ণ জানালার সামনে দাঁড়াইয়া কহিল,—"কল্যাণ হোক বাবা, ভাল আছিস ত সব? আয় বাবা, ভেতরে আয়—ভেতরে আয়।"

পঞ্চু গোয়ালা রাস্তা ঘুরিয়া ডাক্তারখানা-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একখানি তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা-ঠাকুরের শরীরটা কি ভাল নেই? চেহারাটা যে বড্ড যেন রুক্ষ-শুষ্ক দেখছি, বাবা।"

"বড় একটা অঘটন ঘ'টে গেল, বাবা! পটলীকে আমার আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল থেকে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে এই ত সবে ফিরছি।"

শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু দু'টিতে জল জমিয়া আসিল, কহিল,—"খুঁজেও যে তাকে আর পাওয়া যাবে না, তা ত জানি, কিন্তু—ওঃ, সেই সব কথা আমার মনে হচ্ছে আর সর্ব্বাঙ্গে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে। খালি সেই সাংঘাতিক স্বপনের কথাটাই মনে আসছে! মা গো, বিশালাক্ষী! এ কি করলি মা?"

"কি রকম স্বপ্নটা দেখলে, বাবা ঠাকুর?"

শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে চক্ষু দুটি বুজিয়া, তাহার

মনশ্চক্ষু দিয়া একান্তমনে যেন কিছু একটা দেখিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, --"মা—মা—মা!—ভ্যাখ পঞ্চু, তোকেই বলছি বাবা, দেখিস্ যেন, একথা তিন কান না হয়। এ সব কথা প্রকাশ কত্তেও নেই। উঃ—পটলীকে আর আমি পাব না। ভ্যাখ বাবা, কাল ও-পাড়ার অধর ঘোষের বাড়ী সত্যনারাণ ছিল। পূজো সেরে বাড়ী ফিরে এসে মাকে একটু ডাকবার জন্যে কেমন যেন মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। ওদের সব শু'তে ব'লে পূজোর ঘরে গিয়ে আসনখানা পেতে একটু মাকে ডাকতে বসলুম। কতক্ষণ যে ব'সে ছিলুম, জানি না। গোবিন্দ চৌকীদার যখন হাঁক পেড়ে চৌকী দিয়ে যায়, তখন হুঁস হ'ল। উঠে এসে, না খেয়েই শুয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু তন্দ্রার মত এলো। তখন দেখি কি,—মা বিশালাক্ষী একেবারে সশরীরে সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন,—'শ্রীকেষ্ট, গাঁয়েতে আজ দৈত্য এসেছে, তার খবর রাখিস নি? ওরে সে মানুষ নয়—মানুষ নয়, আমার এক জন পরম শত্রু। মানুষের আকারে সে মহা-দানব। কচি শিশুর বুকের রক্ত পান কত্তে সে গাঁয়ে এসে ঢুকেছে। তা'কে একবার দেখে রাখ।' এই বোলে মা আমার আঙ্গুল বাড়িয়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়ে দিয়ে বললেন,—'শ্রীকৃষ্ণ রে, আমার স্থান থেকে একে দূর ক'রে দে, নইলে গাঁ ওজড় ক'রে দেবে, ছেলে-মেয়ে আর কাউকে রাখবে না। তাড়িয়ে দে

বাবা—তাড়িয়ে দে, নইলে আমার এত দিনের আস্তানা বুঝি আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হয়।'—এই ব'লে মা অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। ভয়ে, আতঙ্কে, সমস্ত রাত আর ঘুমুতে পারলুম না। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রার মত যদিও বা এলো, আবার কিন্তু সেই একই স্বপ্ন! সেই মা বিশালাক্ষী, সেই মানুষের আকারে মহা-দানব, সেই মায়ের আদেশ। তার পর সকাল থেকেই আর আমার পটলকে—" বলিয়া ভিজা গামছাখানি দিয়া মুখ ঢাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফোঁপাইতে লাগিল।

পঞ্চু গোয়ালা পাথর হইয়া শুনিতেছিল। এতক্ষণে যেন সে প্রাণ পাইয়া নড়িয়া উঠিল, বলিল,—"বাবা ঠাকুর, এসেছে—সত্যিই এসেছে। চেহারাটি আপনার ভালরকম মনে আছে ত?"

"মনে? আমি যেন এখনও তাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি। গৌর-বরণ, খাটো-খোটো, মাথাটি নেড়া, গণেশের মত ভুঁড়ি, বুকে-পিঠে কুচ্‌কুচে কালো লোমে ভরা, গলায় তুলসীর মালার গোছা! পঞ্চু রে, পটলকে আমার জন্মের মত—"

"বাবা ঠাকুর, একটিবার চুপি চুপি তুমি এস ত বাবা আমার সঙ্গে। এ যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, বাবা ঠাকুর!"

দুই জনে তখন বরাবর গয়লাপাড়ায় আসিয়া সাতকড়ি গয়লার চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে কানাই গোঁসাই চিৎ হইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহারই কিছু তফাতে, প্রকাণ্ড একটা ধানের মরাইয়ের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "পঞ্চু—পঞ্চু—এই-ই ত সেই !"

"গোলমাল কোরো না বাবা ঠাকুর" বলিয়া পঞ্চু গোয়ালা শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

চারি

সেই দিন সন্ধ্যার দিকে শিবে গয়লার পাঁচ বছরের মেয়ে হারাণীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

সাতকড়ি গয়লার চণ্ডীমণ্ডপের সামনেকার উঠানে পাল খাটানো হইয়াছিল। গোঁসাই ঠাকুর একটু ভাগবতের ব্যাখ্যা করিবেন, এইরূপ ছিল বন্দোবস্ত। কিন্তু যাহারা বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহাদের দিক হইতে আর কোন সাড়া-শব্দ আসিল না। পাড়ার সকলেই যেন অন্য কি একটা বিশেষ কাজে নিযুক্ত এবং সকলে মিলিয়া সেই বিষয়েরই যেন একটা গোপন পরামর্শ করিতেছিল।

পরদিন সকালে বনমালী বাগ্দীর চার বছরের নাতিটি হারাইয়া গেল এবং সন্ধ্যা না হইতেই সকলে শুনিল যে, যুধিষ্ঠির গোয়ালার পাঁচ বছরের ছেলে গুইরামের কোন সন্ধান মিলিতেছে না।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটু পূর্ব্বে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। বিশালাক্ষীর মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আরতির

কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া শব্দ তাহার তখন যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

ডাক্তারখানা-ঘরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গোষ্ঠা কুমোরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর ?"

"তার পর আর কি! বাগদীপাড়া, গয়লাপাড়া এক হ'য়ে, যুধিষ্ঠির গয়লার দোয়ারে ব'সে 'কমিটী' জুড়েছে; কি কাণ্ড বাধে, এখন তাই ত্যাখ। আজ রাত্তিরেই—"

গোষ্ঠর কথা শেষ হইতে না হইতে হঠাৎ গয়লাপাড়ার দিক হইতে একটা ভীষণ মার মার শব্দ উঠিল। কাহারা যেন কাহাকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়া এই দিক পানেই ছুটিয়া আসিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোষ্ঠ তখন চকিতে ঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, সেই ভীষণ কোলাহল গয়লাপাড়ার দিক হইতে ক্রমেই যেন এ পাড়ার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে ছেলের গলা আছে, বুড়ার গলা আছে, যুবকের গলা আছে, স্ত্রীলোকের গলাও যেন আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোলাহলকারীরা গয়লাপাড়া ত্যাগ করিয়া, বিশালাক্ষীর মন্দিরতলা অতিক্রম করিয়া, গ্রামের বাহিরে মাঠের অভিমুখে এই পথেই ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখে—"মার ব্যাটাকে, ধর ব্যাটাকে, রাক্ষস, দত্যি, দানব! মেরে ফ্যাল্ —মেরে ফ্যাল্!"

আনন্দের আতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠর পিঠে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—“গোষ্ঠচন্দর, লাঠিয়ে মেরে-টেরে ফেলবে না ত রে ?”

“আরে, থাম ঠাকুর !—আচ্ছা, ঐ কে ছুটে পালাচ্ছে না ?”

উভয়েই দেখিল, ডাক্তারখানার সম্মুখের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া কে এক জন ঊর্দ্ধশ্বাসে ‘পড়ি-ত-মরি’ করিয়া ছুটিতেছে। তাহার স্থূল বপু, মুণ্ডিত মস্তক, বিশাল উদর, কণ্ঠে তুলসীর মালার গোছা, পরণের কাপড় ছিন্ন-ভিন্ন, বিধ্বস্ত, প্রায় স্থানচ্যুত। শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া হঠাৎ বুঝি বা বন্ধ হইয়া যায়, এমনই তাহার অবস্থা।

“ঐ না কে ছুটে পালাচ্ছে ?”

“ঠাকুর, ওষুধ বুঝি লেগে গেল! একটু তৈরী ক’রে চড়াবার আয়োজন করে ফ্যাল, আমি দৌড়ে গিয়ে একবার খবরটা নিয়ে আসি” বলিয়া গোষ্ঠচন্দ্র লাফ দিয়া বারান্দা হইতে নীচে পথে পড়িয়া সেই আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাঁচ

“ডাক্‌চাষ্যি মশাই, বলি ও ডাক্‌চাষ্যি মশাই!”

প্রত্যূষে শ্রীকৃষ্ণের ডাক্তারখানা-ঘরের জানালায় মুখ বাড়াইয়া গোষ্ঠ কুমোর আসিয়া ডাকিল।

শ্রীকৃষ্ণ সবেমাত্র বাটির মধ্য হইতে আসিয়া তামাক

সাজিতে বসিয়াছিল,—বলিল, "ব্যাটা কুমোরের দিন দিন বয়স যত বাড়ছে, রসও তত বাড়ছে। ডাক্‌চাযি্য মশাই কিরে বেটা?"

"এই ডাক্তার আর ভটচাযি্য, দু'য়ে মিশে ডাক্‌চাযি্য! কি অন্যায়টা বলেছি ঠাকুর!"

"যা'ক বাবা, একটা হাঙ্গামা মিটলো, এখন রেধো ব্যাটার হাত এড়াতে পারলেই হয়। এইটেই হ'ল এখন আমার হাইকোর্টের বড় মামলা। বেটা নাপতে আচ্ছা ঝাড়ন-মন্তর আরম্ভ করেছে। সে দিন,—সিধু পালের আমাশা' হ'য়েছে, এল আমার কাছে। দিলুম ঠুকে এক ডোজ ক্যাষ্টার অয়েল। জানি যে, বার দু'চ্চার দাস্ত হ'লেই আম-টামগুলো সব বেবিয়ে যাবে এখন। ও বেটা গিয়ে তা'কে দিয়েছে ভজং যে, পেটে কড়ার ওপর বেহ্মদত্যির নিশ্বেস লেগেছে, তা' না হ'লে, আমাশা'র ওপর এত দাস্ত হয় কখনও? এই না বোলে খানিক চিঁড়ে ভেজান জল খাইয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে দিয়ে দিয়েছে গোটা পঞ্চাশেক ফুঁ। তার পর দিব্যি একটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে চ'লে গেছে। আর ও বেটা চাষা ভাবলে, সত্যিই বুঝি বেহ্মদত্যির নিশ্বেস। আমার ক্যাষ্টর অয়েলেতেই যে ব্যাটার আমাশা' সেরে গেল, সে ত আর ব্যাটাদেব মহাভারত স্পর্শ ক'রে বল্লেও বিশ্বাস করবে না। দেখছি, এই রেধো বেটাই এখন হয়ে দাঁড়াল আমার পরম শত্রু।"

"আরে ঠাকুর, ও রেধো—মেধো—যেদো—সব কাৎ ক'রে

দিচ্ছি, এই দেখ না। গাঁয়ের ঐ ছোকরা বাবুদের দলকে হাত করতে না পাল্লে স্থবিধে হবে না। সে আমি তাদের সব ব’লে ক’য়ে ঠিক ক’রে ফেলেছি। ওরা সব আসে নি তোমার কাছে?”

“হ্যাঁ, কাল এসেছিল। বল্লে—‘একটা পাঁঠা আর—গোটা দুই ‘ইত্যাদি’র খরচ দিতে হ’বে।’—তা’ তাইতেই স্বীকার হলুম, কি আর করা যায়। ছোঁড়াগুলোর অসাধ্যি কিছু নেই। ওরা মনে করলে সব কর্‌তে পারে।”

“ওই ওদের দ্বারাই সব ঠিক হ’য়ে যাবে ঠাকুর, তুমি চুপ ক’রে ব’সে থাক না। ওই আমাদের তিনকড়ি নন্দীর ছেলেই হবে’খন মূল গায়েন।”

“হ্যাঁ—হ্যাঁ, ওরা না হ’লে আর কেউ পারবে না। আমাদের তিনু নন্দীর ছেলে ঐ রাখালের ত হাত দুটো ধ’রে পর্য্যন্ত কাল বল্‌লুম—কি রে পটলী?”

একটা খালি শিশি হাতে করিয়া পটল এক পা এক পা করিয়া ডাক্তারখানা-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—“মা বললে, আমার পেটের অস্থখের ওষুধ দিতে।”

“শিশি রেখে দিয়ে যা, আমি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। তিন দিন মাসীর বাড়ী থেকে, যা’ ইচ্ছে গিলে—যা, ওষুধ আমি নিয়ে যাব এখন। আর দ্যাখ, কেউ জিজ্ঞেসা কল্লে, যা শিখিয়ে দিয়েছি, সেই কথা বলবি—বুঝিছিস্? খবরদার, যেন্ মাসীর বাড়ীর কথা ব’লে ফেলিস নি, তা’ হ’লে আর তোমায় রাখবো না,—বুঝিছিস ত?”

পটল ঘাড় নাড়িয়া শিশিটা টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠর দিকে চাহিয়া বলিল,—"ব্যাটা কুমোর যে মিইয়ে গেলি! লাগা না একটু। হ্যাঁ রে, ওদের ছেলে দুটো আর মেয়েটাকে সব জিজ্ঞেস কত্তে ওরা কি বল্‌লে?"

"আরে, ওরা তিন্‌টে একেবারে বাচ্ছা, ওরা আর কি বলবে! ওদের জিজ্ঞেসা করে—'হ্যাঁ রে রাক্ষসে ধরেছিল?' ওরা বলে, 'হ্যাঁ'। ওদেব কি আর কোন জ্ঞান-গম্যি আছে?"

এমন সময় পটলরাণী আবার ফিরিয়া আসিল। দরজার চৌকাঠে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"মা বল্লে, ওষুধ দেবে ত দাও, নইলে মা সব কথা সকলের কাছে ব'লে দেবে।"

"কি? সকলের কাছে ব'লে দেবে? চ' ত একবার যাই। গোষ্ঠা, বাবা, তৈরী ক'রে ফ্যাল, আমি আসছি।" বলিয়া পটলের জন্য ঔষধ তৈয়ারী করিয়া লইয়া অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল ও উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল,— "হ্যাঁ গা, পটলীকে দিয়ে কি বলেছ?"

ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, গর্জ্জাইয়া উঠিয়া জ্ঞানদা বলিল,—"হ্যাঁ, বলিছি। মেয়েটা কাল থেকে এসে অব্‌ধি ওর হাতের জল শুকুচ্ছে না, আর একটু ওষুধ দিতে পাল্লে না, তা'কে ফিরিয়ে দিয়েছ! আমি এই সব্বাইকে ডেকে ডেকে বলবো যে,—"বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া কহিল,—"যে পটলীকে—"

"হো—হো—হো—হো—হো—হো"—নিজের উচ্চকণ্ঠে জ্ঞানদার কথাকে চাপা দিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কহিল,—"ভাল আপদেই পড়েছি যা হোক্! তুমি ত ভয়ানক লোক দেখছি। আরে, এই ত পটলীর ওষুধ নিয়ে এলুম।"

মাছের 'পেতে' করিয়া মাছ লইয়া জেলে-বৌ উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে খুড়ী-ঠাকরুণ?"

জ্ঞানদা কহিল—"এই ভাখ না মা, মেয়েটা কাল এসে অবধি পেটের অসুখে সারা হয়ে যাচ্ছে, তা একটু ওষুধ দেবার আর চাড় হয় না। মেয়েটার চেহারা এই হু'দিনে কি হয়ে গেছে, একবার ভাখ না। শুধু আমাদের পটলী কেন, সব ক'টাই ত যেন আধখানা হয়ে ফিরে এসেছে মা! তা' আর হবে না? বলি, দত্যি-দানবের হাওয়াতেই ত লোক ম'রে যায়। খেয়ে যে ফেলেনি—এই ভাগ্যি। নেহাৎ মা-বিশালাক্ষী গাঁয়ে অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তাই কোন রকমে সব রক্ষে পেয়ে গেল, নইলে ফিরে পাবার ত আর আশা ছিল না মা!"

জেলে-বেউ মাছ দিয়া চলিয়া যাইলে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানদার সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"তোমার সব ভাল; বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে এক একবার বিগড়ে যাও কেন বল দেখি?—তোমার তাবের বালা জোড়াটার জন্তে এইবার ভূষণো স্যাকরাকে ডেকে মাপটা দিয়ে দিতে হবে" বলিয়া ভাঁড়ারের দাওয়ার উপর ওষুধের শিশিটি রাখিয়া

দিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"রেখো নাপতের মামলাই এখন আমার বড় মামলা,—দেখি, বেটী বিশালাক্ষীর মনে কি আছে!"

ছয়

নন্দীদের বাড়ীতে হুলস্থুল ব্যাপার। পাড়ার ইতর-ভদ্র সকলেই আসিয়া নন্দীবাড়ীর প্রকাণ্ড অঙ্গন একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তিনকড়ি নন্দীর বড় ছেলে রাখালদাসের কঠিন ব্যায়রাম। বৈকালে ও-পাড়া হইতে তাস খেলিয়া আসিয়া, হঠাৎ রোয়াকের উপর পড়িয়া গিয়া অজ্ঞানের মত হইয়া গিয়াছে। উপুড় হইয়া শুইয়া কেবলই গোঁ গোঁ করিতেছে, আর মুখ দিয়া খালি থুথু উঠিতেছে। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে চাহিয়াও দেখিতেছে না, কথাও কহিতেছে না, খালি শুইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। তাহার বন্ধু-বান্ধব সঙ্গি-সাথীরা সকলেই বিমর্ষ হইয়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। পাড়ার লোকেরা কেহ বলিতেছে, সর্দ্দিগর্ম্মি; কেহ বলিতেছে, হিষ্টিরিয়া; কেহ বলিতেছে, ভূত; কেহ পেত্নী; কেহ ব্রেহ্মদত্যি। দু'এক জন বলিল,—এ সেই দৈত্যেরই কাজ।

রাধু নাপিতকে ডাকিতে পাঠান হইয়াছিল, সে আসিয়া পড়িল। সে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইতেই রাখালদাস চীৎকার

করিয়া—উঠিল,—"কেঁ রেঁ, রেঁধোঁ এঁসেঁছিঁস? ঘঁরেঁ যাঁ—
—ঘঁরেঁ যাঁ।"

বৃদ্ধ নন্দী মশাই ব্যস্ত হইয়া আসিয়া রাধুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, কি বুঝছ বল দেখি? শ্রীকেষ্ট ডাক্তারকে, ডাকবো?"

রাধু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রোগীর দিকে চাহিয়া, যেন মনে মনে রোগীর বিষয়ে একটা পরীক্ষা করিয়া লইবার পর বলিল,—"এ আর আপনার ডাক্তারে কি করবে নন্দী মশাই? এ ত দেখা যাচ্ছে, গায়ে পেত্নীর আঁচল ঠেকেছে। আচ্ছা, দেখি একবার। একখানা গোটা হলুদ আমায় আনিয়ে দিন দেখি। এ দেখচি পেত্নীতেই ঠিক পেয়েচে।"

রাধু দিয়াশালাই জ্বালিয়া হলুদখানাকে একটু পোড়াইয়া লইয়া রাখালদাসের নাকের গোড়াতে ধরিতেই রাখাল তাহার হাত হইতে হলুদখানি টপ করিয়া কাড়িয়া লইল এবং মুখে পুরিয়া চিবাইয়া, রাধুর মাথার উপর থু থু করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"রেঁধোঁ, ঘঁরেঁ যাঁ, নঁইলে মাঁরঁবোঁ পঁড়বিঁ,—যাঁ পাঁলাঁ।"

রাধু কি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাখালের গায়ে খুব জোরে একটা ফুঁ দিয়া কহিল,—"কে পালায় দেখ না এইবার" বলিয়া উপর্য্যুপরি আরও গোটা দুই তিন ফুঁ তাহার গায়ে ছাড়িল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কে, ঠিক ক'রে বলবি কি না?"

উত্তর হইল,—"বঁলবোঁ।"

"কে ?"

"তোঁর বাঁবাঁ।"

"আমার বাবা ?—আচ্ছা, কোথায় থাকতিস ?"

"তোঁদের পাঁদাঁড়েঁর বাঁশবঁনে।"

"বদ্‌মায়েসি ধরেছ ? ঠিক ঠিক জবাব দে বল্‌চি। বল্‌, একে পেয়েছিস কেন ?"

"তোঁকেঁ যঁমের বাঁড়ী পাঁঠাবঁ বঁ'লে।"

"পাঠিয়ে দেওয়াচ্ছি। এইবার ছাখ তবে কি দুর্দ্দশা করি তোর। বলিয়া রাধু একগাছা মুড়া ঝাঁটা চাহিয়া লইল ও মন্ত্র বলিতে বলিতে ঝাঁটাগাছটি দিয়া মেজের উপর এক ঘা মারিবার উপক্রম করিতেই রাখাল চকিতে তাহার হাত হইতে ঝাঁটাগাছটি কাড়িয়া লইয়াই সপাসপ করিয়া রাধুর বুকে পিঠে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া উঠানের মাঝখানে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কহিল, "তুঁই রেঁধো নাঁপঁতেঁ তোঁর ক্ষ্যাঁমোতাঁ কিঁ ? খাঁলি লোক ঠঁকিঁয়ে টাঁকাঁ পঁয়সা উঁপাঁয় কঁরবিঁ বেঁটা।"

রাধু বুকে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"ক্ষমতা আছে কি না, এইবার তোকে দেখাচ্ছি। তুই কত বড় পাজি নচ্ছার মেয়েমানুষ, আমি দেখে নিচ্ছি" বলিয়া এক খণ্ড খড়ি দিয়া মেজের উপর এক বিকট মূর্ত্তি আঁকিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে তাহার উপর নানাপ্রকার আঁক-জোক কাটিল

এবং এক খণ্ড কাগজ তাহার উপর রাখিয়া দিয়া মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া কহিল,—"এইবার বল্ নচ্ছার মাগী, যাবি কি না ?"

"যাঁবোঁ, যাঁবোঁ, যাঁবোঁ !"

"না, যাবি কেন ? এসেছিস যখন, তখন থাক না। নন্দী মশাইয়ের বাড়ী দুধ ঘি মাছের অভাব নেই, বেশ খাবি এখন।"

কাগজখানা তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। রাধু কহিল,—"এসেছিস যখন, তখন আবার যাবি কেন ?"

"না—না—আঁমি যাঁবোঁ—আঁমি যাঁবোঁ—এক্ষুণিই যাঁবোঁ।"

"ঠিক যাবি ?"

"ঠিক যাঁবোঁ।"

"আর কখন এখানে আসবি না ?"

"না।"

"কি নিয়ে যাবি ?"

"তোঁর মুণ্ডুটা।"

"তুই মাগী দেখছি, বড় ছেঁচড়া পেত্নী"—বলিয়া রাধু রাখালের সামনের দিকে আরও খানিকটা সরিয়া আসিয়া, তাহার কানের ভিতর জোরে একটা ফুঁ দিয়া কহিল,—"এইবার বল্, মা কালীর শপথ নিয়ে বল্, ছেড়ে যাবি কি না—?"

"যাঁবোঁ।"

"আর কখনো এ গাঁয়ে আসবি না ?"

"নাঁ। মাঁঝে মাঁঝে ঐ তোঁর বাঁশবঁনে একঁটু একঁটু আঁসবোঁ।"

"না, সে হবে না। বদ্‌মায়েসি ছাড়চ না?"

উঠানের ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিল,—"রাধু,—একেবারে গাঁ ছেড়ে যা'তে যায়, তাই করিস্ ভাই।" রাধু চাহিয়া দেখিল, তাহার বাড়ীর পিছনে বাঁশবনের দক্ষিণের বাড়ীর নন্দ বোষ্টম। রাধু বলিল,—"তোকে একেবারে গাঁ ছেড়ে যেতে হবে। যাবি কি না বল্?"

"বঁল্‌চিঁ তঁ যাঁবোঁ। তঁবেঁ মাঁঝে মাঁঝে একঁটু বাঁশবঁনে এঁসে তোঁর সঁঙ্গে আঁলাপ কঁরবোঁ খাঁলি।"

"আলাপ করাচ্ছি নচ্ছারণী" বলিয়া রাধু সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার বুকে, মুখে, মাথায় অনবরত মন্ত্র বলিতে বলিতে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় হঠাৎ রাখাল জোড়া পায়ে রাধুর বুকে এমন সজোরে এক লাথি মারিল যে, সে সেই উঁচু রোয়াকের উপর হইতে নীচে উঠানে চিৎ হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। রাখালও এ দিকে আবার উপুড় হইয়া শুইয়া আগেকার মত গোঁ গোঁ করিতে সুরু করিয়া দিল। তখন উপরেও গোঁ গোঁ—নীচেও গোঁ গোঁ!

রাখালের বন্ধুদের মধ্য হইতে কে একজন তখন কহিল,—"কেউ শীগগীর গিয়ে শ্রীকেষ্ট ডাক্তারকে ডেকে আন। এ যে রুগী বদ্দি—দু'জনেই যায়! রেখো নাপতে, সে কি কখনও——।

এ-গাঁয়ের লোকও যেমনি, তেমনি—। ডাক্ শ্রীকেষ্ট ডাক্তারকে শীগ্‌গির ডাক্।"

মিনিট পনর কুড়ির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, তাহার বৃহৎ ঔষধের বাক্সটি এক জনের মাথায় চাপাইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল। উঠানে দাঁড়াইয়া কহিল,——"ব্যাপার কি, নন্দী মশাই? এ যে দেখছি একেবারে——। জানি আমি, একেবারে সঙ্গীন হয়ে না উঠ্‌লে কেউ ত আর শ্রীকেষ্ট ভটচায্যিকে——" বলিয়া তাড়াতাড়ি রাখালের কাছে যাইয়া বসিয়া, তাহার নাড়ী, জিব, বুক পরীক্ষা করিতে লাগিল। রাখাল তখনও গোঁ গোঁ করিতেছিল। নীচের গোঁ গোঁ তখন থামিয়া গিয়াছিল। রাধু তখন হতভম্বের মত হইয়া চুপ করিয়া রোয়াকে পিঠ দিয়া নির্জ্জীবের মত বসিয়া ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ কহিল,——"ইস্! এ যে দেখছি 'মেণ্ট্যাল ডিরেন্‌জমেণ্ট!' ব্রেণও য়্যাফেক্‌টেড্ হয়েছে! যাক, এসে যখন পড়েছি, তখন আর ভয় নেই। আরে বাপু, ঝাড়-ফুঁতে কি আর রোগ সারে? আমাকে খবর না দিলেই হয়েছিল আর কি!" বলিয়া এক দাগ ঔষধ তৈয়ার করিয়া রাখালকে খাওয়াইয়া দিল। তার পর তার-জড়ানো একটি বোতল হইতে স্বর্ণবর্ণ এক দাগ আরক গেলাসে ঢালিয়া রাধু নাপিতকেও খাওয়াইয়া দিল।

কে এক জন ভিড়ের ভিতর হইতে বলিল, "পেত্নীর আঁচল গায়ে লেগেছিল কি না, তাই রাধুকে ডাকান হয়েছিল।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিল, "আরে বাপু, পেত্নীই হোক আর শাঁকচুন্নীই হোক, ভূতই হোক আর বেহ্মদত্যিই হোক, ফুঁ-টুতে কিছু হয় না,—ও ফুঁয়ের মতই ফুস্ হয়ে যায়। আমাদের ডাক্তারীতে সব রকমেরই ব্যবস্থা আছে যে। বলে না?—মূর্চ্ছাবায়ু, বায়ু মানে কি? বাতাস। তার মানে? তার মানে—ভূত, প্রেত, দানা, দত্যি—ঐ সব। ওতে ঝাড় ফুঁয়ে কি করবে? পেটে ঠিক মতন ওষুধটি পড়লে, ও হাওয়া বল, বাতাস বল, সব জল হ'য়ে যাবে। বলি ২৫০।৩০০ টাকার বইগুলো যে আলমারি ঠাসা রয়েছে, ওগুলো কি মিছিমিছিই পড়েছি?"

মিনিট কতকের মধ্যে দুই জনেই সুস্থ হইয়া উঠিল। রাখাল যেন ঘুম হইতে জাগিল। উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত লোক কেন? কি হয়েছে?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিল, "কিছু হয় নি। বুকে একটু ব্যাথা-টেথা টের পাচ্ছ কি, ভায়া?"

"ব্যথা?—না,—হ্যাঁ, সামান্য যেন একটু খচ্‌খচ্ কচ্ছে।"

"আচ্ছা, আর এক ডোজ রেখে গেলুম, সন্ধ্যে নাগাত ঐ ডোজটা খাইয়ে দিলেই হবে'খন।"

শ্রীকৃষ্ণ তাহার লোকের মাথায় বাক্স চাপাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। তার পর পাড়ার লোকেরাও একে একে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

রাধু তখন পর্য্যন্তও পাথরের মত নিথর হইয়া সেই

রোয়াকের নীচেই বসিয়া রহিল। বসুন্ধরা যেন তাহার সমস্ত আকর্ষণী শক্তি দিয়া তাহাকে টানিয়া সেইখানে বসাইয়া রাখিয়াছিল।

সকলে চলিয়া যাইবার অনেকক্ষণ পরে রাধু ধীরে ধীরে উঠিল এবং সর্ব্বাঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নীরবে নন্দী-বাড়ী হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নন্দীবাড়ী হইতে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাগত হইলে জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দীবাড়ী কার অসুখ গা? আচ্ছা, ওদের সেই হাইকোর্টের মামলার কি হ'ল?"

"ওদের কি হ'ল, বলতে পারি না, গেনু, তবে শ্রীকেষ্ট ভট্টচায্যির হাইকোর্টের মাম্‌লা আজ জিত!"

সেই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—"ডাকচায্যি মশাই, —অ ডাক্‌চায্যি মশাই!"

মাসিক বসুমতী—
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

মহাশক্তি রসায়ন

১

১৪ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারের দৈনিক 'সাহিত্য-ভেরী' কাগজে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল—

দুইটি মাতৃহারা বালককে দেখাশুনা করিবার ও পড়াইবার জন্য একজন অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। আবেদনকারিণী বিধবা, নিঃসন্তান, স্বাস্থ্যবতী এবং বয়স তিরিশের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। বেতন—আহার বাসস্থান বাদে ২৫৲ টাকা। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। শ্রী প্রাণনাথ দত্ত, ৫৬ বি নং ভগীরথ মল্লিকের লেন, হাটখোলা।

সেই ১৪ই ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে একটি শীর্ণদেহ যুবক ৫৬ বি নম্বরের সামনে আসিয়া দেখিল যে, তাহারি মত আরও দুই চারিজন যুবক ও একটি বৃদ্ধ সম্মুখের বাড়ীর টানা রোয়াকের উপর সারি সারি বসিয়া আছে। মলিন উত্তরীয় দ্বারা মুখের ঘাম মুছিয়া, যুবকটি তাহাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এইটিই কি—"

"হ্যাঁ, প্রাণনাথ দত্তের বাড়ী, যিনি আজ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এই যে—" বলিয়া ইহাদের মধ্যে একটি যুবক তাহার হস্তস্থিত 'সাহিত্যভেরী'র বিজ্ঞাপনটি আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইল। নবাগত যুবকটি তখন দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কাহারো হাতে, কাহারো জামার পকেটে, কাহারও বা বগলে এক একখানি 'সাহিত্য-ভেরী' রহিয়াছে।

আর একটি যুবক কহিল,—"আমাদের 'পার্ট' হোয়ে গেছে, আমরা এখন দর্শক। আসছেন কোথা থেকে?"

আগন্তুক যুবক মনে মনে ভাবিল, ইহারা সকলেই কর্ম্মপ্রার্থী, সুতরাং তাহার শত্রুপক্ষীয়, সেজন্য সেখানে আর না দাঁড়াইয়া বরাবর ৫৬ বি-র দরজার কাছে আসিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল—আর ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল এই, যে, লোকটার মেজাজ্ কি রকম হবে, শান্ত-শিষ্ট-নম্র অথবা রুক্ষ-তিরিক্ষে গোছের? হয় ত, তিরিক্ষে গোছেরই হ'বে—ইয়া দাড়ি—ইয়া গোঁফ—প্রকাণ্ড মুখ! তা'হলে আর বেশী ক'রে কিছু বলতেই পারা যাবে না, তা হ'লে—

হঠাৎ খিল খোলার শব্দ হইল এবং পরক্ষণেই দরজা ঈষৎ ফাঁক হইলে ভিতর হইতে যে-মুখখানি দেখা দিল তাহাতে ইয়া দাড়িও ছিল না, ইয়া গোঁফও ছিল না, ছিল শুধু কপালভরা উল্কির শোভা, আর ছিল দুটি কানে চুনী-বসান দু'খানি কান-ফুল আর নাকে একখানি ওপ্যাল পাথরের নাকছাবি। সেই

একটুখানি দরজা খুলিয়াই সে কহিল,—"চাকরী হবেনা, বাবু ঘুমুচ্ছেন।" যুবকটী কহিল—"আচ্ছা, কখন উঠবেন? আমি না হয় খানিক এই ঘরে—"

"না-না—সে হবে না। মেয়েছেলের দরকার, বেটাছেলে তোমরা আস কেন বাবু? আপনি যাও বাবু, দরজা বন্ধ করে দি।"

"বাবু কে হন আপনার?"

"আমার আবার কে হবেন, আমি হলুম বাড়ীর ঝি।

"আপনি একটু দয়া ক'রে যদি একবার তাঁকে ডেকে দেন। দেখুন, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার—"

"ব্রাহ্মণের ছেলে তা আমি কি করব বাছা? কাজ হোল মেয়েছেলের, তোমরা পুরুষরা কেন এসেছ বাবু? বাবা! কত লোকই যে সকাল থেকে এলো! স'রে দাঁড়ান্, আমি দরজা দিয়ে দি।"

"শুনুন্ মা-জননী, আর একটা কথা শুনুন! আপনি গিয়ে তাঁকে বলুন যে, আমি তিন বৎসর এস্, রায়ের ছোট ছোট ছেলেদের 'গার্জেন-টিউটার' ছিলুম। ছেলেদের দেখাশোনার কাজে মেয়েরা আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না। আর মাইনে আমাকে পঁচিশের জায়গায় এখন না হয় কুড়ি টাকা ক'রেই দেবেন, তাতেই আমি—"

"যান বাবু, ওসব আমি বলতে পারব না" বলিয়া ঝি দরজায় খিল লাগাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সামনের রোয়াক হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"কবে থেকে appointment হোল মশাই?" যুবকটি তাহাদের দিকে না চাহিয়া, উত্তরীয় দ্বারা কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বরাবর চলিয়া গেল।

অপরাহ্নকালে বৈঠকখানায় বসিয়া প্রাণনাথবাবু গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিল। একটি শ্যামবর্ণা, অতিমাত্রায় ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোক,—পায়ে সৌখীন নাগরা স্লিপার, পরণে টাঙ্গাইলের শাড়ী, চক্ষুতে চশমা—ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—"নমস্কার।"

প্রাণনাথবাবু প্রতি-নমস্কার জানাইয়া সামনের চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল,—"বসুন।"

"ধন্যবাদ। আপনিই কি মিষ্টার দত্ত? আজকের 'সাহিত্য-ভেরী'তে—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারি ছেলেদের জন্যে একটি 'মিস্ট্রেসে'র দরকার।"

"কাগজে দেখলুম, ছেলেদুটির মা নেই। Sorry! কতদিন আপনার 'ওয়াইফ' মারা গেছেন?"

"তা হোল বৈ কি, মাস পাঁচ ছয় হ'য়ে গেল।"

"বাড়ীতে তা'হলে মেয়েদের মধ্যে এখন—"

"কেউই নেই। একটা বিধবা মেয়ে আছে, সেই ঘর-সংসারের কাজ করে। তবে ছেলে দুটোকে ত মানুষ করা দরকার, সেই জন্যে একজন mistress——"

"সে ত বটেই। তা আমি আপ্‌নার গিয়ে 'চার্চ স্কুলে' পাঁচ বচ্ছর কাজ করেছি ; তারপর হোগোলকুঁড়ের মিষ্টার সেনগুপ্তের নাম অবিশ্যি শুনেচেন, তাঁর ছেলেমেয়েগুলি ধরতে গেলে আমারই হাতে এক রকম মানুষ। এই যে তাঁর সার্টিফিকেট আমি সঙ্গে ক'রেই এনেছি" বলিয়া স্ত্রীলোকটি একখানি খামের মধ্য হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া প্রাণনাথবাবুর হাতে দিল। কাগজখানি হাতে লইয়া প্রাণনাথবাবু কহিল,—"কিন্তু আপনার 'হেল্‌থ' ত দেখছি বড্ড খারাপ, ভয়ঙ্কর রোগা আপনি, আপনার কি—"

একটুখানি মুচকি-হাসি হাসিয়া স্ত্রীলোকটি কহিল,—"হেল্‌থ আমার খুবই ভাল, মিষ্টার দত্ত। জীবনে কখনো আমার মাথাটি পর্য্যন্ত ধরে নি, তবে রোগা যে দেখছেন, এই রকমই আমার গড়ন,—ছেলেবেলা থেকেই আমি এই রকম।"

"কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই !"

"আপনারা হিন্দু কি ?—না, ব্রাহ্ম ?"

"ব্রাহ্ম।"

"এই কথাটাই আমি ভাবছিলুম ! দেখুন,—বিজ্ঞাপনে একটা কথা লিখতে আমাদের ভুল হোয়ে গেছে। আমরা হলুম একেবারে—যাকে বলে গোঁড়া—"

"ছিছ্‌ ; তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তাকের ওপর কোশা-কুশি

রয়েছে, আপনিই পূজো করেন বোধ হয়? বড় ছবিখানা কি কালীয়দমন?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যে একজন হিঁদু স্ত্রীলোক না হোলে, আমাদের এ হিঁদুর ঘরে——বুঝেছেন ত? কিছু মনে করবেন না, মাপ করবেন, শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলুম।"

"তা'তে কি? আপনি অত কুণ্ঠিত হবেন না, মিষ্টার দত্ত।" তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকটী কহিল—"আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

স্ত্রীলোকটী ধীর পদবিক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহারই অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর একটী ২৪।২৫ বৎসরের যুবতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গের গঠন সুডৌল; ভরা-যৌবনের পূর্ণবিকাশে সারা দেহে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্রতি অঙ্গে স্বাস্থ্য-শ্রী ফুটিয়া উঠিয়া তাহার শ্যামবর্ণকে প্রায় গৌরবর্ণ দেখাইতেছিল। মাথার বাঁকা সিঁথার উপর জরিদার সাড়ির অঞ্চলের একটুখানি হেয়ার-পিন্ দিয়া আটকান। দৈহিক রূপের এবং পরিচ্ছদের অনুরূপ অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য তেমন কিছুই তাহার অঙ্গে ছিল না, শুধু ছোট ছোট দুইটি নীল পাথরের স্বর্ণমণ্ডিত দুল তাহার দুই কানে দুল্-দুল্ করিয়া দুলিতেছিল।

যুবতীটি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই প্রাণনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল,—"আসুন।"

যুবতীটি চেয়ারে বসিয়া কহিল,—"আপনার নামই কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রাণনাথ দত্ত। আপনার বাড়ী কোথায় ?"

"আমার বাড়ী কোথায়, তা আর কি-ই বা আপনাকে বলবো! সংসারে একলা, সুতরাং যখন যেখানে থাকি, সেই আমার বাড়ী। এখন থাকি আমি লেক্ রোডে আমার এক বন্ধু ভগ্নীর বাড়ী।"

আপনাকে তাহ'লে ত এইখানেই থাকতে হবে, তা'তে আপনার কোন অসুবিধে হবে না ত ? অবশ্য অসুবিধের কিছু আমি হোতে দোব না।"

"তা'ত দেবেন না,—কিন্তু—"

"দেখুন, ছেলে দু'টির ভার যখন আপনার হাতে দিচ্চি, তখন মনে করবেন, আপনার হাতেই সব; কেন না, ঘরে আর আমার দেখবার শোনবার লোক ধরতে গেলে কেউ-ই নেই; সুতরাং আপনার যা'তে সুবিধে হয় সে আপনি নিজেই ক'রে নেবেন, তা'তে লজ্জিত হবার বা কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই।"

যুবতী তাহার কানের দুল দুটী দুলাইয়া, ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল,—"আপনার ঘরের এই সব ছবি-টবি দেখে মনে হচ্চে, আপনারা ভয়ানক হিঁদু। তাকের ওপর ওগুলো কি ? কোশা-কুশি, শাঁক-ঘণ্টা ? পূজো-টুজো হয় বুঝি রোজ ?—সেইজন্যেই বলছি যে আমরা হলুম—"

"কি, ব্রাহ্ম ?"

"মনে করুন, যদি তা'ই হই, তা'হলে আপনার এখানে থেকে আমার পড়াবার বোধ হয় সুবিধে হবে না ?"

"আপনি একটা নতুন কথা শোনালেন বটে" বলিয়া হো হো করিয়া প্রাণনাথ হাসিয়া কহিল—"বলি, আজকালকার দিনে হিঁদু আর ব্রাহ্ম ব'লে দুটো আলাদা কিছু আছে না কি? আপনি হাসালেন খুব! হ্যাঁ ছিল বটে,—সে ২০।২৫ বছর আগে। তবে, খৃশ্চানরা এখনো আমাদের থেকে আলাদা বটে।"

"তাহ'লে, আপনার তাতে কোন অসুবিধে হবে না ত?"

"বিলক্ষণ! অসুবিধে কিসের? মনে করুন, আপনি যদি খৃশ্চানই হতেন, তাতেই বা এমন কি বিশেষ অসুবিধে হ'ত? আপনি আপনার ঘরে ব'সে আপনার 'ক্রাইষ্ট'কে ডাকতেন, আমি আমার ঘরে ব'সে আমার শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতুম; তাতে, আমায় দেখে আপনার 'ক্রাইষ্ট'ও মূর্চ্ছা যেত না, আর আপনাকে দেখে আমার শ্রীকৃষ্ণও ভয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়ত না। মূলে—যে ক্রাইষ্ট, সেই শ্রীকৃষ্ণ,—"

"কিন্তু আমি খৃশ্চানও নই, ব্রাহ্মও নই।"

"তা'হলে কি আপনি হিঁদু?"

"হিঁদু-বাপ-মায়ের মেয়ে যখন, তখন অবিশ্যি হিঁদুই বটে, কিন্তু আপনাদের মত গোঁড়াও নই আর আপনাদের ঘরের মেয়েদের মত পর্দ্দানশীনও নই, আর——যা'ক্ গে সে কথা;—তবে আর একটা কথা আমি ভাবচি।"

"কি বলুন।"

"চল্লিশ টাকার কমে ত, দত্তমশাই, আমি কাজ নিতে পারব

না; কেন না,—আপনাকে খুলেই বলি,—আজই আমি আর এক জায়গায় চল্লিশ টাকার একটা offer পেয়েছি।"

"চল্লিশ টাকা ক'রে ত আপনি এখানেও পাবেন।"

"কিন্তু বিজ্ঞাপনে আপনার পঁচিশ টাকার কথা লেখা আছে কি না।"

"ওটা কি জানেন? সেই কোন্ বড় লোকের সকালবেলা উঠেই চাকরদের বাতি জ্বালতে বলার কথা জানেন ত? অর্থাৎ বাবুর চাকর-বাকররা সব এম্‌নি কুঁড়ে ছিল যে, সন্ধ্যার সময় বাতি জ্বাল্‌তে বললে বাতি জ্বালতো তারা সেই ভোর বেলায়, তাই, ধাত বুঝে নিয়ে বাবু ঐ সকালে ঘুম থেকে উঠেই রোজ বাতি জ্বালার তাড়া দিত, তবে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাতি জ্ব'লে উঠতো।"

হাসিতে হাসিতে স্ত্রীলোকটি কহিল,—"এমন কুঁড়ে চাকরও থাকে? আমি হ'লে কিন্তু অমন চাকরদের গায়ে সেই বাতির আগুনের ছেঁকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিতুম।"

"যা বোলেচেন! তা আমারও ঠিক সেই অবস্থা কি না। বিজ্ঞাপনে একেবারেই যদি চল্লিশ টাকার কথা লিখে দিই, তা'হলে কোন্ না আরো দশ-পনেরো টাকার জন্তে সকলে পিড়াপিড়ি করবে, তাই গোটা পনর টাকা হাতে রেখে ঐ পঁচিশ টাকার কথাই—বুঝেছেন ত?"

"আচ্ছা, ছেলে দুটিকে তা'হলে একবার যে দেখতে চাই, দত্ত মশাই। কোন অসুবিধে হবে কি?"

কিছুমাত্র না,—চলুন, আমরা ওপরেই যাই তা'হলে। আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

"খুব পারেন,—সুরুচিবালা সরকার" বলিয়া সুরুচিবালা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"সার্টিফিকেট দু' একখানা সঙ্গে এনেছিলুম, আপনাকে—"

"ও আর দেখবার কোন দরকার নেই" বলিয়া প্রাণনাথ সুরুচিবালাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

২

পিতৃমাতৃহীনা সুরুচিবালা বাল্যকাল হইতেই সংসারে একা এবং পরের ঘরে মানুষ। যে কারণেই হউক, ২৪।২৫ বৎসর বয়স হইলেও আজ পর্য্যন্ত সুরুচি অবিবাহিতা। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এতদিন পরে এইখানে আসিয়াই তাহার বিবাহের ফুল ফুটিল—তাহার কুমারী নাম ঘুচিয়া গেল। এক মাস দত্ত মশাইয়ের ছেলে দুইটী পড়াইবার পরেই, বৈশাখের এক শুভদিনে, পরস্পরের ঘটকালীতে উভয়ের চারি হস্ত এক হইয়া গেল। এই বিবাহকে উদ্দেশ করিয়া পাড়ার লোকে কেহ বলিল—নিকা, কেহ বলিল—সাঙ্গা। দত্ত মশাই বলিল,— "বিয়ের কথাটা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গোপন রাখতে হবে, আর এ-পাড়া থেকে বাসাটাও তুলতে হবে।"

ইহার পর চারি মাস কাটিয়া গিয়াছে। আশ্বিন পড়িয়াছে।

চারিদিকে পূজার হাওয়া বহিতে সুরু হইয়াছে এবং দোকানে দোকানে পূজার বাজারও লাগিয়া গিয়াছে।

দত্ত মহাশয়ের বিধবা কন্যা কি একটা কথায় ঝগড়া গণ্ডগোল করিয়া বাপের নিকট হইতে শ্বশুরবাটীতে চলিয়া গিয়াছে। খোকা দুইটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা স্কুলে গিয়াছে। নির্জ্জন মধ্যাহ্নে দোতলার বড় ঘরের মেজের বিছানাতে শুইয়া দত্ত মশাই তন্দ্রাসুখ ভোগ করিতেছিল। তাহার মাথার ধারে বসিয়া সুরুচিবালা তাহার পাকা চুল তুলিয়া দিতে দিতে ছোট্ট একটী কাগজের টুকরা লম্বা করিয়া পাকাইয়া দত্ত মহাশয়ের কানের মধ্যে ঢুকাইয়া নাড়িতে নাড়িতে ডাকিল,—"ওগো, শুন্‌চো ?"

একটুখানি মাথা নাড়ার সঙ্গে নড়িয়া উঠিয়া দত্ত মশাই কহিল,—"আঃ !"

সুরুচিবালা আবার সেই পাকানো কাগজের কাঠিটি দিয়া তাহার কানের মধ্যে সুড়্‌সুড়ি দিতে দিতে ডাকিল,—"মশাই, বাড়ী আছেন কি ?—অমশাই ?"

"আঃ, কি হচ্চে, সুরুচি ?"

"কানে কাঠি দিয়ে একটুখানি সুড়সুড়ি দিচ্ছি।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ, বেলা প'ড়ে গেছে—ঘুম ভাঙ্গাচ্ছি।"

পাশের বালিসটাকে ঠেলিয়া দিয়া চিৎ হইয়া চক্ষু মেলিয়া

দত্ত মশাই কহিল,—"এই রকম কানে কাঠি দিয়ে বুঝি ঘুম ভাঙ্গাতে হয় ?"

"হয়,—শাস্ত্রে আছে।"

"কাদের শাস্ত্রে ? তোমাদের মেয়েদের ?"

"আমাদের নয়, তোমাদেরই। জান না, কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাতে কি কাণ্ড করতে হয়েছিল ? বাইশ হাজার ইঁদুর আর তিন লক্ষ আরসোলা নাকের গর্ত্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আর, কানে কি করা হয়েছিল জান ত ? আড়াই শ আস্ত শালগাছ ঘা মেরে মেরে কানের ভেতর ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছিল। আড়াই শ শালের জায়গায় আমি ত খালি ছোট্ট একটা শলা দিচ্চি, তা'ও কাগজের।"

"আমি কি কুম্ভকর্ণ না কি ?"

"কর্ণ না হোক, মাথাটা কিন্তু অনেকটা কুম্ভেরই মত" বলিয়া সুরুচিবালা হো-হো করিয়া ঘরময় সুমিষ্ট হাসির একটা তরঙ্গ ছড়াইয়া দিল। দত্ত মশাই হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া বসিয়া কহিল,—"তুমি বড্ড ফাজিল, সুরুচি।"

"সত্যি বল্‌চ ?"

"হুঁ।"

"এই আশ্বিন মাসে, রবিবাসরে ত্রয়োদশী তিথিতে ? বিশেষ, এই 'সিলেট্ লাইম্ কোম্পানীর' চুণের ঘরে ব'সে ?—কি, কথা কচ্চ না যে ? একদৃষ্টে ওরকম ক'রে চেয়ে রইলে,

কি—ভস্ম করবে না কি?” বলিয়া সুরুচিবালা দত্ত ম'শায়ের একখানি হাত লইয়া নিজের দুটি হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। দত্তমশাই তাহার মুখের দিকে আরও খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল,—“ভস্মই যদি কখনো হতে হয় তোমাকে, তাহ'লে জানবে যে, আমারও শেষ! সেই ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মেখে, লোটা-চিমটে নিয়ে আমিও তা'হলে—”

“ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না, আজ কোথায় যাবার কথা আছে জান ত?”

“খুব জানি, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে—তোমার পূজোর সাড়ী ব্লাউস্ কিনতে।”

হঠাৎ বারান্দায় কাহার জুতার শব্দ হইল এবং পরক্ষণেই প্রশ্ন—“কোথায় হে প্রাণনাথ?” সুরুচি চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি কোণের বড় আয়নাখানার পিছনে যাইয়া লুকাইল। সঙ্গে-সঙ্গেই আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—“কি হে,—আছ কেমন? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?”

“পাপের ভোগের কথা আর বল কেন ভাই? পাড়ায় এক থিয়েটার পার্টি বসিয়ে জোর-জবরদস্তি ক'রে এক পার্ট গছিয়েছে, সেইটে একবার নিজে নিজে চেষ্টা কচ্ছিলুম। তারপর, এলে কবে?”

“শুক্রবার এসেছি। ভাবলুম, একবার দত্তের সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি। কালই আবার চ'লে যাচ্ছি বেনারস।”

“সদর দরজাটা কি খোলাই ছিল ভাই?”

"হ্যাঁ হে। কেউ নীচে নেই, ও'রকম ক'রে দোর খুলে রেখ না—বিশেষ, দুপুর বেলাটায়।"

"রোজই বন্ধ ক'রে ওপরে আসি, আজকে একেবারে ভুলেই গিয়েছি। তারপর,—তোমার খবর কি বল, আছ কেমন ?"

"আছি ত ভালই। তুমি কেমন বল ? আর বারের চেয়ে এবার যেন তোমায় ভালই দেখচি হে।"

"হ্যাঁ, মাস পাঁচ ছয় থেকে শরীরটা একটু ভালই আছে। চল ভাই, নীচে গিয়েই বসি, তোমাকে নিয়ে আর এ ঘরে থাকবো না।"

"কেন বল দেখি ?"

"জান না ?—না, তুমি ত সরযূর ব্যায়রামের সময় ছিলে না এখানে, কি করে আর জানবে! রোগ ধরা পড়বার পর যে তিন মাস বেঁচে ছিল, এই ঘরেতেই ছিল কি না। সকলে বলেছিল— যক্ষারোগ,—খাট, গদি, বিছানা-পত্তর, সব ফেলে দিয়ে ঘরটাকে ধুয়ে-মুছে ভাল ক'রে চুণ-কাম ক'রে নিতে। আমি ভাবলুম, হায় রে! কি জন্যে এসব করব! বাঁচতে ? সরযূ চ'লে যাবার পর এই সব ক'রে আমায় বাঁচতে হবে! তাই, কিছুই ত আর এ-ঘরের আমি করিনি। যেমন সব ছিল, ঠিক তেম্‌নিই রেখেছি। তালা বন্ধ ক'রেই রাখি, শোবার সময় এসে খালি শুই আর মাঝে মাঝে মনটা যখন বড্ড কেঁদে ওঠে, এই বিছানায় মুখ গুঁজে খানিক কাঁদি।" দত্তমশাইয়ের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

অতঃপর দুই বন্ধু নীচে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিল এবং প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উভয়ে নানাপ্রকারের আলাপাদি করিয়া বাহিরের বন্ধু বাহির হইয়া গেল আর ভিতরের বন্ধু উপরে আসিয়া, সুরুচির খোঁপাটা একটু টানিয়া দিয়া কহিল,—"আর একটু হলেই বিয়ের কথা জানতে পেরেছিল আর কি!"

৩

দুর্গাপূজার ঠিক পরেই হঠাৎ একদিন দত্তমশাইয়ের বুকের উপর প্রচণ্ড এক শেল আসিয়া পড়িল,—অর্থাৎ, সামান্য একটা তুচ্ছ কথার উপলক্ষ্য করিয়া সুরুচির সহিত তাহার বিষম কলহ হইয়া গেল এবং তাহার ফলে, সুরুচি গাড়ি ডাকিয়া তাহার লেকরোডের সেই বন্ধু ভগিনীর গৃহে চলিয়া গেল।

দিন পাঁচসাত ধরিয়া দত্তমশাই গম্ খাইয়া রহিল, অর্থাৎ, পৃথিবীর কোন লোকেরই সহিত কথা কহিল না। তাহার পর দিন পনর ধরিয়া খোঁজা-খুঁজির পালা পড়িল। প্রত্যহ সকাল বিকাল লেকরোড অঞ্চল, বালীগঞ্জ, কালীঘাট, ভবানীপুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা ফুলাইয়া ফেলিল। তাহার পর, শয্যাগ্রহণ করিল। আহারে রুচি নাই, চক্ষুতে নিদ্রা নাই, শরীরে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই। এমনি সময়ে তাহার সেই বন্ধুটি বেনারস হইতে

ফিরিয়া একদিন দত্তমশাইকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিয়া কহিল,—"এ কি হে, হঠাৎ তোমার চেহারা এ রকম হ'য়ে গেল কেন? কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?"

দত্তমশাই তাকিয়া হইতে মাথা তুলিতে পারিল না, শুইয়া শুইয়াই কহিল,—"অসুখের কথা আর বল কেন ভাই, এইবার মরব আর কি, আর তা হ'লেই আমি বাঁচি।"

"কি হোয়েছে বল দেখি তোমার?"

"সবই হয়েছে,—অর্থাৎ মরণ-রোগের যা' কিছু, তা'র কিছুরই আর বাকী নেই।"

বন্ধু মোটামুটি অবস্থাটা শুনিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় কহিয়া গেল,—"একটা restorative কিছু খাওয়ার দরকার তোমার, বোধ হয় লিভারটা খুব খারাপ হোয়েছে, bile secretion ভাল হয় না আর কি।"

এক সপ্তাহ আরও কাটিয়া গেল। দত্তমশাই গৃহ হইতে কোথাও আর বড় একটা বাহির হয় না, চব্বিশ ঘণ্টাই উপরের সেই ঘরখানিতেই থাকে, আর যা কিছু করিতে যায় কিছুই ভাল লাগে না। খবরের কাগজ? কি ছাই পড়িবে! পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাব-পত্র, চেয়ার, টেবিল, আয়না, আলমারি?—সব রসাতলে যাউক! হার্ম্মোনিয়ম লইয়া আগেকার মত দু'একখানা গান? কিন্তু ইচ্ছা করে, উহার key-boardএর এক একখানা কাঠের ফলক সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া খুলিয়া আগুনে পুড়াইয়া ভস্ম করে! আর গল্প উপন্যাস পড়া—সে ত বিষ!

ঔষধই খাইতে হইবে। লিভারটাই ঠিক খারাপ হইয়াছে। দত্তমশাই পঞ্জিকা খুলিয়া বিজ্ঞাপনের মধ্যে লিভারের ঔষধ খুঁজিতে লাগিল। 'হুতাশন বটি'—লিভারেরই ভাল ঔষধ বটে, মূল্য প্রতি কৌটা বার আনা, ভি পিঃতে আঠার আনা। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় চিৎপুর রোডে 'গৃহস্থ ধন্বন্তরী ঔষধালয়' হইতে 'হুতাশন বটি' কিনিয়া আনিয়া দত্তমশাই মধু ও যোয়ান-ভিজান জল দিয়া প্রত্যহ খাইতে আরম্ভ করিল। সপ্তাহ-খানেক খাইবার পরও কোন উপকার হইল না। তখন দত্তমশাই আবার পাঁজি খুঁজিতে বসিল। "স্লীম্যানের কিড্নী পিল্স্"—দত্তমশাই সমস্ত বিজ্ঞাপনটা মনোযোগ দিয়া পড়িল। হায়! হায়!—লিভার ত নয়—তাহার যে কিডনীই খারাপ হইয়াছে! মাজায় ব্যাথা, তলপেট ভারি, মাথা ঘোরা, গা বমি-বমি, আর—ঠিকই ঠিকই, আর দেখিতে হবে না। পরদিনই 'স্লীম্যানের কিডনী পীল' আনা হইল এবং যথানিয়মে তাহার ব্যবহার চলিতে লাগিল।

প্রায় পনরদিন যাবৎ কিডনী পিল সেবন করিয়া দত্তমশায়ের দেহের অবস্থা আরও যেন খারাপ হইয়া উঠিল, তখন একদিন বৈকালে রাগ করিয়া 'কিডনী পীলের' শিশিটি পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিমর্ষ মনে চৌরাস্তার পার্কে আসিয়া বসিল। কিছু পরে একজন লোক হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতে করিতে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এবং তাহার হাতে হলদে রংয়ের একখানা কাগজ দিয়া গেল। দত্তমশাই সেখানিকে

পাকাইয়া ফেলিয়াই দিতেছিল, কি ভাবিয়া আবার খুলিয়া পড়িতে লাগিল। একবার পড়া হইল, আবার পড়িল। তারপর আরও একবার পড়িয়া কাগজখানিকে যত্ন করিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটের মধ্যে রাখিয়া দিল। ক্রিমি? ক্রিমির দরুণই এইসব উপসর্গ? তা' হবে,—তার আর আশ্চর্য্য কি! ক্রিমিই বটে। নিশ্বাসে ভারবোধ, গা মাটি-মাটি করা, অজীর্ণ, অরুচি, কখনো কোষ্ঠবদ্ধ, কখনো পাতলা দাস্ত, জ্বরবোধ, শরীর শুখাইয়া যাওয়া, নিদ্রাবস্থায় দাঁত কিড়মিড় করা—সবই ত হুবহু মিলে যাচ্ছে! খালি দাঁত কিডমিড়টা করে না। আর করে না যে, তাই বা বলি কেমন ক'রে,—হয়ত ক'রে, নিদ্রাবস্থায় করে। সুরুচি থাকলে ঠিকই জানতে পারা যেত।—যা'ক—ক্রিমিই তা'হলে ঠিক, এর আর কোন সন্দেহই নেই।

সেইদিনই গৃহে ফিরিবার পথে দত্তমশাই মোড়ের উপরকাব সরকার এণ্ড সরকারের ডিস্‌পেনসারীতে প্রবেশ করিয়া 'ক্রিমি-মুদ্গর' চাহিলে ডাক্তারখানার লোকেরা বলিল,—'ক্রিমি-মুদ্গর' তাহাদের নাই, ইহা অন্য কাহারো পেটেণ্ট, তবে 'স্যাণ্টোনাইন' কি 'বন্‌-বন্‌' দরকার হইলে তাহারা দিতে পারে এবং ছেলেটির কত বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ওদিক থেকে আর এক জন কহিল যে, তাহাদেরও একটা 'পেটেণ্ট' আছে, তাহা ক্রিমির নহে, তাহা খুব ভাল 'নার্ভ-টনিক', যদি কখনো তাহার দরকার হয় ত তাহা সেইখানে পাওয়া যাইবে। এই বলিয়া সেই লোকটি দত্তমশায়ের হাতে একখানা ছাপা কাগজ

দিয়া গেল। সেইখানে বসিয়াই দত্তমশাই কাগজখানি পড়িতে লাগিল—দেহের কৃশতা,দুর্ব্বলতা, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, মন হু-হু করা, বুক ধড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা বা যেটুকু নিদ্রা হয় কেবলি তাহা দুঃস্বপ্নে—

"এই অষুধটাই আমার দরকার," দত্তমশাই দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"এই ওষুধটাই আমি চাই, আমার বলতে ভুল হয়েছিল, কত দাম ?"

"দু' টাকা।"

"তিন শিশি ?"

"পাঁচ টাকা।"

পাঁচটি টাকা টেবিলের উপর রাখিয়া তিন শিশি সেই নার্ভ-টনিক লইয়া দত্তমশাই গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৪

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যাধি দত্তমশাইয়ের দূর হইল না। তখন বিরক্ত হইয়া ঔষধ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়া দত্তমশাই হাওয়া খাইবার মৎলব করিল এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় হাটখোলা হইতে গড়ের মাঠে আসিয়া হাওয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রত্যহ অত দূর হইতে মাঠে আসিয়া হাওয়া খাইতে কিছু অসুবিধা হইতে লাগিল, সেজন্য দত্তমশাই পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই মাঠের সন্নিকটেই ভবানিপুর হরিশ মুখার্জ্জি রোডে বাটী ভাড়া করিয়া বাসা বদল করিল।

একদিন সন্ধ্যায় দত্তমশাই মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে ক্লান্ত হইয়া গাছতলার একখানি বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাট-কোট-পরিহিত একটী বাঙ্গালী যুবক তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার অসুখ বোধ হয়, একেবারে pale হ'য়ে পড়েছেন। কি অসুখ ?"

"জানি না।"

"কি অসুখ তা জানেন না, এ ত বড় মজার কথা! বলুন না—আমি বাজে লোক নই,—ডাক্তার। রেঙ্গুনে practice করি, এখানে brother-in-lawর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি।"

"তা বেশ করেছেন।"

"কি হয়েছে আপনার বলুন দেখি ?"

"কি যে হয়েছে তা আর কত আপনাকে বোলব, তবে কি যে হয়নি, তা বরঞ্চ বলতে পারি,—bright's disease, Appendicitis হয় নি; Blood pressureটাও বোধ হয়—না-না, তাও ঠিক বলা যায় না, হয় ত তা'ও হোয়ে থাকতে পারে, নইলে রোজই বিকেলে চোখ জ্বালা করে কেন? মাথাই বা ভারি হয় কেন? ঠিকই ভারি হয়, ভারি বই কি" বলিয়া দত্তমশাই বার দুই মাথা ঝাঁকুনি দিয়া দেখিল।

"আচ্ছা, দাঁড়ান, আমি যা' যা' জিজ্ঞাসা করি, একে একে বলুন দেখি।"

তারপর ডাক্তার আর দত্তমশাইয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা হইল। অনেক কথাই দত্তমশাইকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা

করিল। দত্তমশাইও ডাক্তারকে আনুপূর্ব্বিক তাহার সকল কথাই জানাইল, কেবল সুরুচির সহিত বিবাহের কথাটা বাদ দিয়া গেল। ডাক্তারটি বয়সে নবীন হইলেও বিচক্ষণ। দত্তমশাইকে পরীক্ষা করিয়া এবং তাহার নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়া কহিল, —"বুঝিছি। এ ধরণের অসুখ আমি অনেক সারিয়েছি। দেখুন, আমি একটা 'প্রেসক্রপসন্' লিখে দি আপনাকে, এইটে try ক'রে দেখবেন, মাসখানেকের ভেতরই আপনি আগে যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি হবেন, কিন্তু 'প্রেসক্রপসন্'টা ঠিক follow করবেন" বলিয়া বুক-পকেটের ক্লিপ হইতে পেন্‌টি লইয়া সেই অল্পান্ধকারেই ডাক্তার তাহার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া প্রেসক্রপসান্ লিখিল—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ দত্তের জন্য—

Re/

খাঁটি দুগ্ধ—	১ সের
মাখন (চায়ের সঙ্গে)—১ছটাক	
ফলের রস—	প্রচুর
দিবা নিদ্রা—	o
কুচিন্তা—	o
সদালাপ ও সদগ্রন্থাদিপাঠ—যথাসম্ভব	
প্রাতভ্রমণ—	৬ মাইল
দারপরিগ্রহ—	যদি সম্ভব হয়

4.9.20 B. C. Ghosh.

প্রেসক্রিপসানখানি ভাঁজ করিয়া দত্তমশাইয়ের হাতে দিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"এক জায়গায় যেতে হবে এখনি, চল্‌লাম—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। দত্তমশাইও কাগজখানি হাতে লইয়া মাঠ হইতে রাস্তায় আসিল এবং একটা গ্যাস-পোষ্টের নীচে আসিয়া প্রেসক্রিপসানখানি পড়িতে যাইয়া দেখিল, চশমাটি ভুলিয়া পকেটে আনা হয় নাই; সুতরাং আবার ভাঁজ করিয়া সেখানি পকেটে রাখিয়া বরাবর জগুবাজারের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতঃস্তত চাহিতেই দেখিল, সম্মুখেই একটি ডিস্‌পেন্‌সারী। কম্পাউণ্ডারের হাতে প্রেসক্রিপসানখানি দিয়া দত্তমশাই কহিল,—"ওষুধটা দিন ত। কত দাম পড়বে?" প্রেসক্রিপসানখানি আগাগোড়া বারকতক পড়িয়া কম্পাউণ্ডার কহিল,—"এ ওষুধ আমি দিতে পারব না।"

"কারণ?"

"কারণ, এটা হোল ডিস্‌পেন্‌সারী। ডিস্‌পেন্‌সারী না হ'য়ে এটা যদি combined হোটেল আর 'অয়েলম্যান-ষ্টোর' হোত আর তার সঙ্গে একটা লাইব্রেরী আর ঘটকালী-আফিস থাকতো, তা'হলে আপনার প্রেসক্রিপসানের ব্যবস্থা হয়ত করতে পারতুম।"

"আপনার মাথা খারাপ হয়েচে না কি?"

"হয়নি, হ'বার উপক্রম হ'য়েছে,—তবে আমার নয়—আপনার।"

সেই সময় যাহার ডিস্‌পেন্‌সারী সেই ডাক্তারবাবু আসিয়া পড়িলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, ব্যাপাব কি? কি চাই আপনার?"

"আপনিই ডাক্তারবাবু বুঝি? এই দেখুন না মশাই, প্রেস্‌ক্রুপসান্‌টা দিলুম, সাদা কথায় বল্লেই ত হয় যে এর ওষুধ নেই; তা নয়, ব্যঙ্গ ক'রে বল্লেন কি না—'এটা combined হোটেল আর oilman store নয়, library নয়',—এ কী কথা মশাই? ডিস্‌পেনসারীতেই লোকে ওষুধের জন্যে আসে, তা ব'লে এই রকম বিদ্রুপ করাটা কি ভদ্রলোকের কাজ? আবার বলেন কি না যে, আমার মাথা খারাপ হোয়েছে!

ডাক্তার বাবুটি দত্তমশাইয়ের হাত হইতে প্রেসক্রপসান খানি লইয়া বার দুইতিন পড়িয়া কহিলেন,—"বসুন—বসুন, রাগ করবেন না, ওর একটু ঐ রকম ছিট আছে; আর ও কম্পাউণ্ডারও নয়, কম্পাউণ্ডার বাইরে গেছে, এখনি আসবে। এ ওষুধ কি আপনার জন্যেই? মশায়ের নাম?"

"প্রাণনাথ দত্ত।"

"ওঃ—তাহ'লে এ ত আপনার নিজেরই ওষুধ দেখছি। কোথায় থাকা হয়?"

"৬৫।২ বি, হরিশ মুখার্জ্জি রোড।"

"তা বেশ;—এ ওষুধ আপনি পাবেন, নিশ্চয়ই পাবেন। তবে" এর ভেতর একটা ওষুধ আছে, যার infusion বার করতে সেটাকে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সেটা না থাকলে

এখনই আপনাকে ওষুধটা দিয়ে যেতে পারা যেত। আপনি কষ্ট ক'রে কাল সকালে একবার এসে kindly ওষুধটা নিয়ে যাবেন।—দত্তমশাই, এ প্রেস্‌ক্রিপসান্ কে করেছেন?"

"ইনি রেঙ্গুনে ডাক্তারী করেন, এখানে brother-in-lawর বাড়ী বেড়াতে এসেছেন।—দাম পড়বে কত?"

"বেশী পড়বে না, কাল্‌কেই বোলবো। অন্য জায়গায় হ'লে চোদ্দ সিকে নিত, আমি সিকে-পাঁচেকের বেশী আপনার কাছ থেকে নেবো না। চল্‌লেন? আচ্ছা, নমস্কার।"

দত্তমশাই উঠিয়া যাইবার কিছু পরেই একটি সুন্দরী যুবতী, তাহার গরদের সাড়ির সাঁচ্চার আঁচলখানি দুলাইয়া ডিস্‌পেন্সারীতে প্রবেশ করিল এবং হাতের ছোট্ট 'এট্যাসি কেস্'টি টেবিলের উপর রাখিয়া ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল—"নমস্কার।"

"নমস্কার। কেমন আছেন? ওষুধ continue কচ্চেন ত?"

বুকের ব্রুচ্‌টিকে আঙ্গুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে যুবতীটি কহিল,—"তা কচ্চি বটে, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার তেমন ত পাচ্চি না।"

"কেন? মাথা-ধরা, অনিদ্রা, এগুলো ত গিয়েছে বলেচেন।"

"হ্যাঁ, তা কতক কতক গিয়েছে বটে, কিন্তু বুকের ভেতর সদাই যেন—"

"একটা palpitation হয়, মনটা যেন হুহু করে? যাবে—যাবে, ঐ ওষুধটা খেতে খেতেই যাবে। এই ত সবে হপ্তাখানেক

খাচ্চেন, আরও হপ্তাখানেক খেয়ে যান, ও সব কিছু আর থাকবে না।"

"আচ্ছা, কমলালেবুর রস———এটা কি ডাক্তার বাবু? দিবানিদ্রা ০, কুচিন্তা ০, প্রাতভ্র্মণ ৬ মাইল, দারপরিগ্রহ—এটা কি প্রেস্‌ক্লপসান্ না কি?"

দত্ত মশাইয়ের প্রেস্‌ক্লপসানখানি সম্মুখেই 'পেপার-ওয়েট' দিয়া চাপা ছিল। ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"ওটা প্রেস্‌ক্লপসানই বটে, তবে একটু অদ্ভুত রকমের।"

"কি ব্যাপার বলুন ত?" বলিয়া যুবতীটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পেপার-ওয়েট্ সরাইয়া প্রেস্‌ক্লপসানখানি হাতে তুলিয়া লইয়া উপরের নামটি পড়িয়াই আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কহিল—"অদ্ভুতই বটে! ইনি কি আপনারই 'পেসেণ্ট' না কি?"

"না। একটু আগে ঐখানি নিয়ে—"

"ইনি থাকেন কোথায় বলতে পারেন?"

"এই, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কত নম্বর ব'লে গেলেন যে,—৬৫।২ বি বোধ হয়। অদ্ভুত লোকটিকে দেখতে চান না কি? তাহ'লে কাল সকালে এখানে আসবেন।"

"না, এম্‌নিই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম। আচ্ছা ডাক্তার বাবু—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

৫

"তোমার এমন কাজ, সুরুচি!"

"আর তোমারও এমন কাজ!"

৬৫।২ বি, হরিশ মুখার্জ্জি রোডের নীচের একখানি ঘরে বসিয়া দত্ত মশাই ও সুরুচিবালার কথা হইতেছিল। দত্ত মশাই কহিল,—"রাগ লোকের হয় বটে, কিন্তু রাগ ক'রে এমন যাওয়াই গেলে যে, আধখানা কোলকাতা চুঁড়ে ফেলেও তোমার আর সন্ধান ক'রে উঠতে পাল্লুম না। এত পাষাণ তুমি?"

"আর তুমিও এত পাষাণ যে, বলা নেই, কহা নেই, ফট্ ক'রে বাসা তুলে একেবারে নিরুদ্দেশ! খুঁজে খুঁজে মরি! শেষে, বুক-ধড়ফড়ানি রোগই জন্মে গেল!"

"আর আমারই বুঝি কিছু কম? ধরতে গেলে আমার যা' যা' সব হোয়েছে, তা'তে আমাকে একবার প্রদক্ষিণ করলেই একজন ডাক্তারের একটা গোটা হাস্‌পাতাল inspection করা হ'য়ে যায়! কত ওষুধ খেলুম, কত কি করলুম, শেষকালে গড়ের মাঠে—"

"সে খবর শুনিছি। যতদিন হাটখোলায় ছিলে, মনে কর বুঝি যাই নি? কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে কত খবর নিয়ে এসেছি। শুনলুম, মাঠে সকাল-সন্ধ্যায় রোজ হাওয়া খাও।

তাই শুনে মাঠেতেই লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন খুঁজে গেছি।”

“লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি মাঠে এসেও খুজেছিলে তা’হলে ?

“খুঁজিনি ক ?—শেষকালে ভাবলুম, দেখাই যদি পাই, ধরতেই কি আর পারব ? হয় ত পালিয়ে পালিয়েই বেড়াবে,—হাতে ক’রে একগাছা দড়ি যদি আনতুম !”

“আবার ফাজলামি আরম্ভ করলে ?”

“এর আর ফাজলামি কি ? মনের দড়ি দিয়ে যাকে বাঁধতে পারা না যায় তাকে শনের দড়ি দিয়েই বাঁধতে হয় ; হয় কি না, তুমিই বল।”

দাঁড়াইয়া উঠিয়া দত্ত মশাই কহিল,—“ব’সে ব’সে এই রকম ফাজলামি করবে, না, কি কি আনতে হবে সেটা বলে দেবে ?”

“ব’লে ত দেওয়া হোয়েছে, আবার কতবার ক’রে ব’লে দোবো ?”

“আটপৌরে সাড়ী—মিলের না খদ্দরের ?”

“না—না—খদ্দরের নয়—সব মিলের ; খদ্দরের ঢাকাই না হয় একজোড়া আলাদা এনো, মিটিং-টিটিংয়ে যাবার জন্যে।”

“তাহ’লে যাই আমি ?”

“আঃ—ভাল জ্বালায় পড়লুম ! যাই বলতে আছে ! বল —আসি।”

“আসি ?”

“এস।”

   

মুটের মাথায় তরকারির বাজার চাপাইয়া এক হাতে কাপড়ের একটা বাণ্ডিল আর এক হাতে সাবান ও আর আর কিসের ছোট বড় দুই চারিটা কাগজের বাক্স লইয়া দত্ত মশাই হন্ হন্ করিয়া সেই মোড়ের ডাক্তারখানার সামনে দিয়া আসিতেছিল। দূর হইতে ডাক্তারবাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"দত্ত মশাই—দত্ত মশাই!" একটু নিকটে আসিয়া দত্তমশাই কহিল, "সময় নেই, ডাক্তার বাবু, বড় ব্যস্ত!"

"আপনার ওষুধটা নিয়ে যান।"

"থাক, আর দরকার নেই, সেরে গেছি।" বলিয়া দত্ত মশাই চলিতে আরম্ভ করিল।

"কোন্ ওষুধে সারলো, দত্তমশাই ?"

দ্রুতপদে চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া দত্তমশাই কহিল, "ওই গিয়ে—কোবিরাজী, কি বলে? মহা-মহা-মহাশক্তি রসায়ন!"

বিচিত্রা—
আষাঢ়, ১৩৩৩

সমাপ্ত